জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভারতের রৌপ্য লাভ

মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে রুপো জিতলেন ভারতীয় শুটাররা। এশিয়ান গেমসে প্রথম পদক ভারতের। রবিবার সোনম মাসকার, বিদারসা বিনোদ ও ইলাভেনিল ভালারিভানরা ভারতকে প্রথম পদক এনে দিলেন

বৃষ্টির ঘাটতি

এই মৌসুমে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০০৯ সালের পর এবারই দেশে সবচেয়ে দুর্বল বর্ষা

সাপ্তাহিক দু'দিন ছুটির দাবি টানা তিনদিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

কোর্টের নির্দেশে বন্ধ হল গ্যালিফ স্ট্রিটের পাখি-হাট

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১১১ • ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ • ৩ আশ্বিন ১৪৩৩ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 111 • JAGO BANGLA • MONDAY • 21 SEPTEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বিজেপির গুন্ডাদের মারে মৃত্যুই হল তৃণমূলের বিজনবন্ধুর

প্রতিবেদন : উপনির্বাচনের মুখে এই রাজ্যে বিজেপি আর পুলিশের নেতৃত্বে যৌথ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হলেন এক পঞ্চায়েত প্রধান। তাঁর অপরাধ তিনি তৃণমূল সমর্থক তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। তাই তাঁকে নির্মমভাবে মারা হল। মৃতের নাম বিজনবন্ধু বাগ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের ঘটনা। রবিবার সকালে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করার পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

অভিযোগ, গত বুধবার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের সাউথখাঁড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজনবন্ধু বাগকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বিজেপি নেতা বিমান প্রধানের কাঠগোলায়। বিমান বহুদিন থেকেই বিজনকে

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। রাজি না হওয়ায় পদত্যাগ করার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তাতেও কাজ না হওয়ায় কাঠগোলায় তুলে এনে চলে নৃশংস অত্যাচার। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর দেহ ফেলে দেওয়া হয়। বাড়ির লোক জানতে পেরে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিজনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন সাংসদ দোলা সেন। কলকাতায় আনার পর কুণাল ঘোষ, অর্ক নাগরাও খোঁজখবর নেন নিয়মিত। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হাসপাতালেই মৃত্যু হয় বিজনবন্ধু বাগের। (এরপর ১১ পাতায়)

প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি ও একাধিক পার্টি অফিসে হামলার প্রতিবাদে মিছিল যাদবপুরে। ডানদিকে দখল হওয়া পার্টি অফিস উদ্ধারের পর দলের নেতা-নেত্রীরা।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বনফল

সবুজে ঘেরা বন-অরণ্যে
পশুপাখিদের মেলা বসে
তাদের জীবন-আহারে-বাহারে
নানারকম বনফল হাসে।
রুদ্রাক্ষ-আহোই-টোটোলা
মানদানে ও গোকুল
কাওলা শিস-দবদবে
খয়ের-পিটালি-বকুল।
কুম্ভি-চালতা-টাটারি
ছাতিম-চাঁপা-কাটুস
নারকেল আর বনফুল ও ফলে
সুন্দর হয় মানুষ।

রবিবার রাতে আবার হামলা যাদবপুর জুড়ে

প্রতিবেদন : শনিবারের পর রবিবার সন্ধ্যা হতেই ফের যাদবপুর বিধানসভা এলাকায় বিজেপি'র বাইক বাহিনী তাণ্ডব শুরু করে। কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নম্বর বিদ্যাসাগর কলোনিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলা চালায় বিজেপি'র

গুন্ডারা। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সুমন পাল জানিয়েছেন, পলাশ দাসের নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি দল বাইকে করে এসে তালা ভেঙে দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টা করে। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের ফোনে হুমকি দেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

রাজা তোর কাপড় কোথায়!

বিজেপির তাণ্ডব, ভাঙচুর, মিছিলে প্রতিবাদ

প্রতিবেদন : ধিক্কার বিজেপিকে! ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে বিজেপি যে খেলা শুরু করেছে, তাতে ফের প্রশ্ন উঠে পড়েছে— রাজা তোর কাপড় কোথায়? কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর লেখনীতে অন্যায়ের প্রতিবাদের যে পন্থা দিয়েছিলেন, এখন বাংলার শাসনব্যবস্থা ও নিরাপত্তার চরম অবনতিতে সেই আওয়াজ তুলেছে জনগণ। যাদবপুরের ঘটনায় গণতন্ত্রের উপর নেমে এসেছে আঘাত। পালাবদলের বাংলায় প্রবেশ করেছে ভয়ের রাজনীতি। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা মিশেছে ধুলোয়। এই ধরনের ভয়ের রাজনীতি কিছুতেই মেনে নেবে না বাংলা। সেই অন্যায়েরও প্রতিবাদ চলবে তৃণমূলের নেতৃত্বে।

যাদবপুর বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে শনিবার রাতে তাণ্ডবলীলা চালায় বিজেপি-র গুন্ডাবাহিনী। ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০৯, ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে, নেতৃত্ব-কর্মীদের বাড়িতে-বাড়িতে বর্বরোচিতভাবে হামলা চালায় বিজেপি-আশ্রিত গুন্ডারা। তার প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে পথে নেমেছেন তাঁরা। বারবার কেন এই হামলা? এদিন সন্ধ্যায় আবার বিদ্যাসাগর ৪ নম্বর পার্টি

৪ নং বিদ্যাসাগর পার্টি অফিস। তালা ভাঙল বিজেপি। রবিবার।

অফিসে বহিরাগতরা ঢুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে। পুলিশ ঘুমোচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে। ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়গড়ে বিজেপি-আশ্রিত প্রায় একশো দুষ্কৃতী দলবল নিয়ে যাদবপুরের প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত (মলয়) মজুমদারের বাড়িতে চড়াও হয়ে নির্মমভাবে ভাঙচুর চালায় এবং শারীরিক নিগ্রহ করে। রেহাই পাননি দেবব্রতবাবুর বয়স্কা মা, দাদা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও। বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙা হয়। ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা ঘোষের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুঠতরাজ চালায় বিজেপি-র দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে ঢুকে দলের মহিলাকর্মীদেরও মারধর এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। প্রথমে ভাঙচুর এবং পরে তালাবন্ধ করে দেওয়া হয় আনন্দপল্লি, বিজয়গড়, বাঘাযতীন ডি ব্লক-সহ চারটি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়। প্রাক্তন কাউন্সিলর বসুন্ধরা গোস্বামীর পার্টি অফিসেও চলে নির্বিচার ভাঙচুর। রবিবার ফের বিদ্যাসাগর ৪ নম্বর পার্টি অফিসে হামলা।

গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো। সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হল, ঘটনার পর একটানা একঘণ্টা ধরে পুলিশকে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও তারা ঘটনাস্থলে আসেনি। প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগ, অনুপম তালুকদার এবং সজল বসু নামের দুই বিজেপি নেতার নেতৃত্বে এই হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। পুরসভা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এলাকায় তৃণমূল পার্টি অফিস খোলা যাবে না বলে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ওই বিজেপির দুই নেতাদের দলবলের বিরুদ্ধে। প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার বলেন, কমপক্ষে ১০০ লোক এসে বাড়ি ভাঙচুর করেছে। বাড়ির সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। (এরপর ১১ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৬৬ এইচ জি ওয়েলস (পুরো নাম, হারবার্ট জর্জ ওয়েলস; ১৮৬৬-১৯৪৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত তাঁর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির জন্য সমধিক পরিচিত। তবে সমসাময়িক রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়গুলি নিয়েও বহু উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ১৯২২ এবং ১৯২৩-এ পার্লামেন্টের নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী হন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ছিলেন ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য। ১৯৩৬-এ ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে পান ডক্টরেট অব লিটারেচার সম্মান। আমৃত্যু লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সম্মানজনক সদস্যপদে ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলোর মধ্যে আছে 'দ্য টাইম মেশিন অ্যান ইনভেনশন', 'দি আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো', 'দি ইনভিজিবল ম্যান', 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন', 'ইন দ্য ডেজ অব দ্য কমেট' ইত্যাদি।

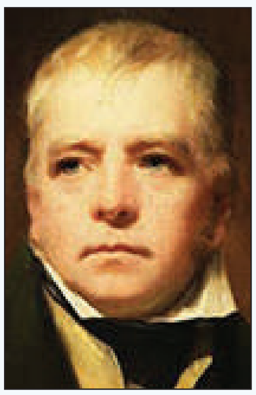

১৮৩২ ওয়াল্টার স্কট এদিন স্কটল্যান্ডে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবদ্দশাতেই লেখক ও কবি হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এখনও তাঁর উপন্যাস ও কবিতা ব্যাপক জনপ্রিয়। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আইভানহো', 'রব রয়', 'দ্য লেডি অফ দ্য লেক', 'ওয়েভারলি', 'দ্য হার্ট অফ মিডলোথিয়ান' ইত্যাদি। প্রকাশনা ব্যবসায় ধস নামলে স্কট দেনার বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়েন এবং বাকি জীবন ঋণশোধ করতে করতেই কেটে যায়। ব্রিটিশ সরকার স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাঁকে ভূমধ্যসাগরগামী এক ফ্রিগেটে বিনামূল্যে যাত্রী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই ভ্রমণ শেষে তিনি অ্যাবটসফোর্ডে ফিরে আসেন এবং সেখানেই প্রয়াত হন। ড্রাইবার্গ অ্যাবিতে স্ত্রীর সমাধির পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

২০০২ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে তদানীন্তন মহাসচিব কোফি আন্নানের আনা প্রস্তাব মেনে এই দিনটিতে আন্তর্জাতিক শান্তিদিবস পালন শুরু হয়। ২০০১-এ এই উদ্বোধনী অধিবেশন বসার কথা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর। কিন্তু আমেরিকায় জঙ্গি হামলার কারণে তা বসতে পারেনি। অধিবেশন বসে ২১ সেপ্টেম্বর। সেদিনই সিদ্ধান্ত হয় পরের বছর থেকে এই ২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তিদিবস হিসেবে পালন করা হবে। আন্তর্জাতিক শান্তিদিবসের পাশাপাশি এই দিনটিতেই বিশ্ব যুদ্ধবিরতি ও অহিংস দিবসও পালিত হয়।

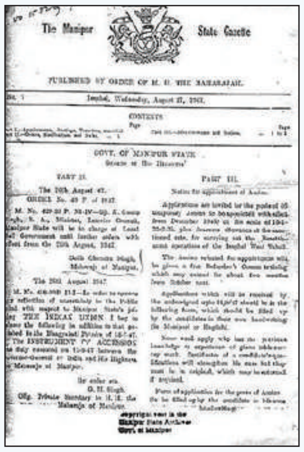
The Manipur State Gazette

১৯৪৯ মণিপুর এদিন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ থেকে চলে যায়, তখন ৫৬৫টি এ ধরনের ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। রাজা, মহারাজা, রাজপুত, নবাবরা এই রাজ্যগুলো শাসন করত। মণিপুর ছিল তেমনই এটি রাজ্য। ১৯৩০ সালের পর থেকেই রাজ্যের শাসকরা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিল, যাতে তাদেরকে তৎকালীন বার্মা ও আজকের মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। ১৯৪৭ সালের ১ অগাস্ট মণিপুরের মহারাজা বুধাচন্দ্র ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্নে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তি মেনে এদিন মণিপুরের ভারতভুক্তি সম্পন্ন হয়।

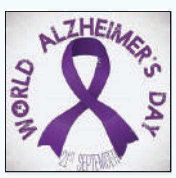

১৯৯৪ এডিনবার্গে এদিন অ্যালজাইমার ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল নামক সংগঠনের দশম বার্ষিকী সম্মেলনে প্রতি বছর এই দিনটিকে অ্যালজাইমার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রোগটি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১২ থেকে সেপ্টেম্বর মাসকে বিশ্ব অ্যালজাইমার মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

কর্মসূচি

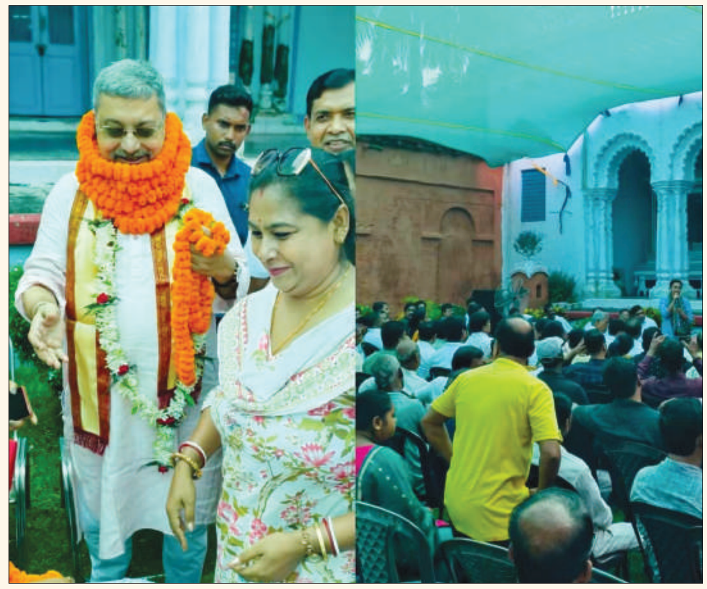

শান্তিপুরে কর্মিসভায় উপস্থিত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৩১

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. পালন ৩. সারাংশ, সারকথা ৫. যার অন্তর ক্ষমাগুণে পূর্ণ, ক্ষমাশীল ৭. উত্তর ৮. করুণাময় ঈশ্বর ১০. অবিচার ১২. দৃঢ়, অবিচলিত ১৩. রান্না।

উপর-নিচ : ১. ওস্তাদ, ধূর্ত ২. ভূ-বিষুব ৩. প্রেমের ফুল ৪. দশানন ৬. রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা যে সভায় বসেন ৯. বেশরম, বেহায়া ১০. অধিষ্ঠান ১১. বিপন্ন, বিপর্যস্ত।

শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৩০ : পাশাপাশি : ১. নিম্নমধ্য ৩. খাঁকতি ৫. পাড়ি ৬. স্বীকৃতি ৮. শশী ১০. ললৎ ১১. তোল্লাই ১৩. সাধ ১৫. জাগর ১৮. ধারা ১৯. মাগুর ২০. অসম্যক। **উপর-নিচ :** ১. নিরংশ ২. মনস্বী ৩. খাঁই ৪. তিরি ৫. পাতিল ৭. কুৎসা ৯. শীতোষ্ণ ১২. ইজারা ১৪. ধনাত্মক ১৬. রভস ১৭. সোমা ১৮. ধার।

নজরকাড়া ইনস্টা

মেখলা

রাইমা সেন

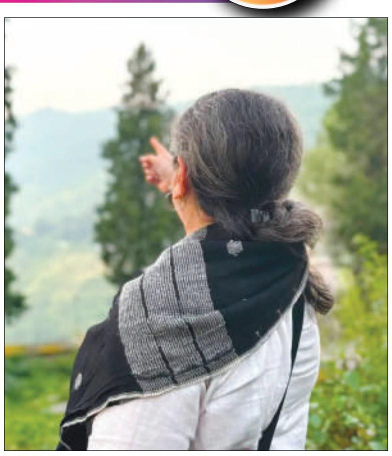

তনুশ্রী শঙ্কর

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

21 September, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

যাদবপুরে তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুর, দখল ● প্রতিবাদ মিছিল

আইএমএ-র বৈঠকে কার নির্দেশে বাউন্সার

প্রতিবেদন : আইএমএ-র নির্বাচনী বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হল না একাংশ চিকিৎসকদের। প্রতিবাদে দরজা আটকে শুয়ে প্রতিবাদ। চিকিৎসক সংগঠনের নির্বাচন বৈঠক ঘিরে ধুন্ধুমারকাণ্ড পার্ক সার্কাসের আইএমএ দফতরে।

পালাবদলের পর এই প্রথম নির্বাচনী বৈঠকে তুলকালামকাণ্ড। একাংশ চিকিৎসককে বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রীতিমতো বাউন্সার বসিয়ে তাদের পথ আটকানো হয়। প্রতিবাদ জানাতে কেউ প্রবেশপথে বসে, কেউ শুয়ে দরজা আটকে প্রতিবাদ দেখান। জানা যায়, বেইমানরা আইএমএ কলকাতা শাখার পদাধিকারীদের ঢুকতে বাধা দেন। তিনি আইএমএ-র রাজ্য সম্পাদক। বালিশ শিবিরে ভিড়তেই বিজেপির প্রশ্রয়ে দাদাগিরি দেখানো শুরু হয়েছে। প্রতিবাদী চিকিৎসকদের একজনের দাবি, আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাই দরজার বাইরে শুয়ে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আইএমএ-র কলকাতা ব্রাঞ্চকে কেন তালিকাতে রাখা হয়নি? প্রশ্ন তোলেন। কী কারণে আপত্তি? উত্তর জানতে চান তাঁরা। আইএমএ কলকাতা পুরোপুরি রাজনীতি-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক রঙ লাগানো হচ্ছে। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে বালিশ-শিবির দখল নিতে চাইছে।

আদালতের নির্দেশে বন্ধ হল গ্যালিফ স্ট্রিটের পোষ্যের হাট

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক ও কড়া নির্দেশের পর অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিটের শতাব্দীপ্রাচীন শখের হাট বা পোষ্যের বাজার। প্রতি রবিবার ভোররাত থেকে যেখানে কাতারে কাতারে মানুষ এবং পশু-পাখির কলতানে মুখরিত থাকত গোটা এলাকা, আজ সেখানে ছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশ এবং শুল্ক বিভাগের আধিকারিকদের যৌথ দল এলাকায় কড়া নজরদারি চালায় এবং সিংহভাগ দোকান তুলে দেওয়া হয়।

বহু বছর ধরে কলকাতার অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল এই রবিবাসরীয় বাজার। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসতেন রঙিন মাছ, হরেক রকমের কুকুরছানা এবং ঘর সাজানোর গাছ কিনতে। হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন পোষ্যপ্রেমী ও প্রকৃতিপ্রেমীরা হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন, তেমনই মাথায় হাত পড়েছে কয়েক হাজার ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীর। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, হঠাৎ করে হাট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের রুটিরুজিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনে যতক্ষণ না বৈধ লাইসেন্স এবং পশু আইন মানার সঠিক পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ এই কড়াকড়ি জারি থাকবে। শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা ছদ্মবেশেও এই এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাবেন বলে সূত্রের খবর।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষিত পাখির বেআইনি চোরাচালান ও কেনাবেচা রুখতে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতেই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয় কলকাতা পুরসভার বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কোনও ব্যবসায়ী এখানে পশু-পাখি বা গাছ কেনাবেচা করতে পারবেন না। এছাড়া, কোনও ধরনের সংরক্ষিত বা বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। এই নির্দেশ কার্যকর করতে রবিবার সকাল থেকেই গ্যালিফ স্ট্রিটে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। যে-সমস্ত ব্যবসায়ীর কাছে বৈধ লাইসেন্স ছিল না, তাদের ব্যবসা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৬ অক্টোবর আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। কুণাল ঘোষ বলেন, অবৈধভাবে কেউ ব্যবসা করে থাকলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু কয়েকজনের জন্য গোটা হাট বন্ধ করে দিয়ে এত মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষতি করা ঠিক নয়। আদালতের নির্দেশ মেনেই শখের হাটের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তাঁদের সঙ্গে পুলিশ আলোচনায় বসুক। ঐতিহ্যের এই পোষ্যর হাটের অবসান ঘটিয়ে দেবেন না।

নিম্নচাপে দুর্যোগ, তা-ও বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেশে

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড় শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে ব্যাপক দুর্যোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে রাজ্য জুড়ে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শক্তিশালী হওয়ার কারণে বর্ষা আবার সক্রিয় হচ্ছে। বজ্রপাতের সতর্কতাও রয়েছে। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। রবিবারও দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে। এই যে তাপমাত্রা খানিকটা কমেছে তবে আর্দ্রতাজনিত কারণে অস্বস্তি বজায় রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এতকিছুর পরেও দেশ জুড়ে বৃষ্টির ঘাটতি থাকবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। সার্বিকভাবে, সারাদেশে ১০ শতাংশের বেশি বৃষ্টিপাতের ঘাটতি থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, এই মৌসুমে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০০৯ সালের পর, অর্থাৎ গত ১৭ বছরের মধ্যে এবারই দেশ সবচেয়ে দুর্বল বর্ষা এবং তীব্র শুষ্ক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আবহাওয়াবিদেরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন , এই শেষ মুহূর্তের বৃষ্টি দেশের সামগ্রিক ১০ শতাংশের বেশি ঋতুভিত্তিক ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না। কৃষি বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই চাষিদের মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা এবং কম মেয়াদি ও খরা-সহনশীল বিকল্প ফসল চাষের পরামর্শ দিচ্ছেন।

সম্পাদকীয়
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 September, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উলঙ্গ রাজা

এ কোন জঙ্গলের রাজত্বে বাস করছি আমরা। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে খতম করার টার্গেটে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে বাংলা জুড়ে। নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি। যে ভঙ্গিতে, যে ভাষায়, যে পদ্ধতিতে রাজ্য-রাজনীতিতে আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা চলছে, তাকে বাংলা ভাষায় স্বৈরাচারী ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গণনায় কারচুপির কথা সকলেই জানেন, সকলেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু ২০৭টি আসনে জেতার পরেও যেভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলটিকে খতম করার চেষ্টা চলছে তা আসলে শাসক দলের রাজনৈতিক দৈন্যকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। বিজেপি ভোটে জিতলেও মনে মনে জানে, এই জয় আসলে জনতার ইচ্ছার যথার্থ ছবি নয়। তাই যেভাবেই হোক তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করতে হবে। ভোটের পরেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে দল ভাঙার কাজ। কমিশনকে দলদাসের মতো ব্যবহার করে নাম এবং প্রতীক অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ফ্রিজ করা হয়েছে। এরপর চলছে দিকে দিকে পার্টি অফিস আর দলীয় নেতাদের বাড়ির উপর হামলা। ভিডিও ফুটেজে সব ঘটনাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অথচ পুলিশ প্রশাসন যেন নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়েছে। একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। যে গুন্ডারা এ-কাজ করল তারা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটাই নাকি পরিবর্তন। মানুষ কিন্তু সব দেখছেন। প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁরা মনে রাখছেন। বিজেপি যখন বিরোধী দল ছিল তখন কিন্তু তাদের এমন কোনও ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি। এ কোন রাজনীতি আগামী প্রজন্মের কাছে উদাহরণ হিসাবে রাখছে আজকের শাসক দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আসলে এই চার মাসেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে রাজা আজ উলঙ্গ। এ রাজনীতি কিছুতেই মানুষ মেনে নেবেন না। আগামী কয়েকটা উপনির্বাচন এভাবে শাসক দল জিতলেও এর পরিণতি টের পাবে অচিরেই। পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না।

বলি হচ্ছেটা কী!

জনগণ উৎসবের আগমনি কাশফুল ছেড়ে শাসকের আস্ফালন, ধমক আর সাবধানবাণী শুনছে দু'চোখ ভরে। দুর্ভাগ্য এটাই! সঙ্গে ফাউ মোক্ষম নীতিশিক্ষা! রাজা চেয়েছেন, তাই ১৯ বছরের পুরানো মামলা খুঁচিয়ে টেনে এনেছে পুলিশ দম ফেলারও আগে। সামান্য চোর ধরতে না পারা পুলিশ এ জমানাতে ভীষণ দক্ষ ও তৎপর। তবু তাঁকে আজ আর দলদাস বলব না! বললেই রাজা রেগে কাঁই হয়ে যাবেন! তৃণমূল কংগ্রেসের আসনসংখ্যা একুশে বিজেপির আসন সংখ্যা থেকে তিনটি আসন বেশি। এসআইআর সত্ত্বেও প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬১ লক্ষ। মাত্র ৩২ লক্ষ ভোট বেশি পেয়েছিল জয়মাল্য গলায় পরা বিজেপি। বেছে বেছে ডিম কার্নিভাল দেখেছে মানুষ। আর দেখেছে দল ভাঙার নির্মম খেলা শাসকের প্রশ্রয়ে। মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের মতোই রাজনীতিতে একই নির্মম স্ক্রিপ্ট কিন্তু ফিরে ফিরে আসে। আর সব হারানো দাম্ভিক শাসকের আর্তনাদ শোনে মন দিয়ে। বদলে যায় প্রেক্ষিত, স্থান বদল করে শুধু পাত্রপাত্রী কুশীলবেরা। শিল্প হোক আর নাই হোক, রুটিরুজির সন্ধানে যুব সমাজের ভিনরাজ্যে পলায়ন সহজে বন্ধ হওয়ার নয় সবাই জানে। বিভাজনের সংস্কৃতিতে এর বেশি উদার প্রগতিশীলতা আশা করাও অন্যায়। তা হলে এতকিছুর পরও পড়ে রইল কী? সম্ভবত সেই কারণেই জয় করেও ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না নির্বাচিত শাসকের। সবটা চাই, প্রতিপক্ষ বলে কিচ্ছুটি থাকবে না। এটাই শাসকের শিক্ষা, কৈশোরের ভীরু প্রেমের মতোই ভোটে পাওয়া জনসমর্থনও যেন কাউকে কিছু না জানিয়েই চকিতে বাতাসে মিলিয়ে না যায়! দীনদয়াল উপাধ্যায় ভবনের সেই আতঙ্ক থেকেই বিজেপির সিগনেচার টিউন বাজতে শুরু করেছে বাংলায়। রাজ্যে দখলদারি দীর্ঘস্থায়ী করতে শুধু ভোট জেতাই নয় প্রধান প্রতিপক্ষকে আড়াআড়ি ভেঙে দেওয়াও খুব জরুরি অনুষঙ্গ। আরও জরুরি দলীয় বিবাদের অজুহাতে জনপ্রিয় প্রতীকটাকেই ফ্রিজ করে দেওয়ার আদর্শ মহল তৈরি করা। ভোটে অভাবনীয় সাফল্যের পরও মমতা ভীতি দূর হয়নি গেরুয়া নেতৃত্বের। তাঁরা জানে তৃণমূলের অপশাসন ও সীমাহীন লুটতরাজের বিরুদ্ধে রায় দিলেও রাজ্যের মানুষের মনের এই অবস্থা কতদিন স্থায়ী হবে বলা কঠিন। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার অদ্ভুত নেশা ও তার বিচিত্র চলন।

— শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এ এক ভয়ঙ্কর ঠাট্টা
এ এক মারাত্মক মশকরা

দিদির লড়াকু সৈনিকেরা শুধু জানে বিজেপি যতই আমাদের ভয় দেখাতে চাইবে ততই আমরা ভয় ভেঙে মানুষের মনে জায়গা করে নেব। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

■ **ভয়ানক মশকরার মুখোমুখি আমরা।**
■ **একটা বিরাট ঠাট্টা যেন এক ভয়ানক মুখ ব্যাদানে আমাদের গ্রাস করতে চাইছে।**
■ **একটা ভাঙাচোরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমরা নিত্য মুখোমুখি হচ্ছি সেই ইয়ার্কির।**
■ **শমীক ভট্টাচার্যের ইয়ার্কির। ভদ্রলোকের ঠাট্টার। মিচকে শয়তানের মশকরার। লজ্জাহীন উচ্চারণের।**
■ **ভোট চুরি করে জেতার পর থেকেই এটা ঘটছিল।**

বিজেপির তথাকথিত বিপুল জয়ের পর থেকেই শহর ও শহরতলির বিভিন্ন জায়গা থেকে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ সামনে আসছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর বা দখলের অভিযোগ উঠছিল, আবার কলকাতার রাস্তাতেও ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনা ঘটছিল।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি গিমীক ভট্টাচার্য এই বিষয়ে অত্যন্ত কড়া বার্তা দিলেন। বললেন, 'আমি একটা কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছি, বিজেপির পতাকা নিয়ে কোথাও যদি কোনও রাজনৈতিক হিংসা চলে, কোনও তৃণমূল অফিসের উপর আক্রমণ হয়, মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যদি কদর্য ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাকে দল থেকে বার করে দেব। সেই অধিকার আমার পার্টির সংবিধান আমাকে দিয়েছে। প্রশাসনকে দেখতে হবে যে বিজেপির পতাকা নিয়ে টোটো স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড থেকে যদি টাকা চায়, কঠোরতম ব্যবস্থা নেবেন। তাকে গ্রেফতার করবেন। কোনও রঙ দেখে কাজ করবেন না। কোনও রাজনৈতিক হিংসার জায়গা পশ্চিমবঙ্গে নেই। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে বলেই মানুষ আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন।'

এসব মে মাসের ঘটনা।

জুলাই মাস আসতে না আসতেই খবরের কাগজে, অজস্র চাপা দেওয়া খবরের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি খবর।

বীরভূমের বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে তালা ঝোলালেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। হুগলির চুঁচুড়াতে বামেদের দলীয় কার্যালয় দখল করে সেখান থেকেই দলের কাজকর্ম পরিচালনা হবে বলে ঘোষণা করলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব!

সেই ছবি বাড়তে বাড়তে ২০ সেপ্টেম্বর কী দাঁড়াল?

বিজেপি দুষ্কৃতী বাহিনীর হামলার মুখে এবার যাদবপুর বাঘাযতীন। শনিবার রাত থেকে যাদবপুর ও বাঘাযতীনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ও কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের বাড়িতে ও পাড়ায় এবং লাল পার্টির একাধিক দপ্তরে হামলা চালায় বিজেপি-র দুষ্কৃতী বাহিনী।

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে তাণ্ডব রাতে চলেছে, দিনের আলো থাকতে থাকতেই তার ট্রেলার দেখেছিল জেলাগুলো।

যে সিপিএম সাঁইবাড়িতে মাকে ছেলের রক্ত-মাখা ভাত খাইয়েছিল, সেই সিপিএমের দুপুরের ভাতের থালায় লাথি মেরে খাবার নষ্ট করল বিজেপি। তাদের বাইক বাহিনী গড়বেতায় বেনাচাপড়া গ্রামে ঢুকে শূন্যে গুলি পর্যন্ত চালিয়েছে। ফলে পুলিশ গ্রামে ঢুকতেই মহিলারা ঘিরে ধরে ক্ষোভ জানাতে থাকেন পুলিশকে। আওয়াজ উঠতে থাকে 'বিজেপি-র দালাল'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যাকে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রায় বিবস্ত্র করে ঘোরায় ও মারধর করে বিজেপির লোকজন। নির্যাতিতা পঞ্চায়েত সদস্যা ইতিমধ্যেই পাথরপ্রতিমা থানায় ২০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিডিও'র কাছেও অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই পঞ্চায়েত সদস্যা দেবদত্তা সামন্তকে প্রায় বিবস্ত্র করে পঞ্চায়েত অফিসের ভিতর থেকে টানতে টানতে বাইরে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

গিমিক ভট্টাচার্য বোধহয় বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই তাঁর মুখে কুলুপ।

এর মধ্যে সবাইকে বুকে টেনে বেঁচে থাকার চেষ্টা বুমেরাং হয়ে দেখা দিচ্ছে গোয়ালে। বিরোধীদের মারতে মারতে বিজেপি নিজেদেরকেও ছাড়ছে না।

শনিবার বিকালেই হাওড়ার শ্রীচৈতন্য কলেজে ছাত্র ইউনিট কমিটির নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়েই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বাধে। রাজ্যে পালাবদলের পর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়েছে বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের। তবে এখনও কলেজগুলিতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ তৈরি হয়নি। এরমধ্যেই জেলার বিভিন্ন কলেজে এবিভিপি সংগঠন বিস্তারের কাজ শুরু করেছে। কলেজে ছাত্র ইউনিট কমিটি গঠন করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলছে। শনিবার সেই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেই অশান্তি বাধে শ্রীচৈতন্য কলেজে। অভিযোগ, এবিভিপির ছাত্র ইউনিট কমিটি গঠনের 'দখল' ঘিরে সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর ছাত্র এবং কয়েকজন বহিরাগত ছাত্রনেতার মধ্যে প্রথমে বচসা হয়। পরে তা গড়ায় হাতাহাতিতে। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন হাবড়া বিধানসভার এবিভিপির যুগ্ম সম্পাদক কৌশিক দেবনাথ এবং তাঁর সমর্থক কয়েকজন পড়ুয়া।

মজার কথা, কৌশিকের অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজনের সঙ্গে কলেজের কিছু পড়ুয়া মিলে আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। অথচ, কৌশিকদের বিরুদ্ধে পাল্টা মারধরের অভিযোগ তুলেছেন কলেজের এবিভিপি ইউনিটের সম্পাদক রীতেশ শীল।

আমাদের রাজ্যে আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অস্থিরতা শুধুমাত্র ভোটকে কেন্দ্র করে হচ্ছে, এমন নয়। আগে ভোটকে কেন্দ্র করে যে অস্থিরতা দেখা যেত, তার উত্তাপ ছড়িয়ে যেত দক্ষিণ থেকে উত্তরে, শহর পেরিয়ে মফস্ সলে-গ্রামে, পাড়ায়, চায়ের ঠেকে বা একেবারেই বাড়ির উঠোনে, পারিবারিক আবহে। সে ক'টা দিনের জন্য বিভক্ত হয়ে যেত বন্ধু-পরিবার-স্বজনের চেতনার দিক। রং নিয়ে উন্মাদনা এত ছিল না। রাজনৈতিক তরজা চললেও এক থালায় সান্ধ্য টিফিন চলত, যুক্তির প্রেক্ষিতে উঠে আসত বিপরীত যুক্তি। এতসব রোদেলা বিকেল পেরিয়ে ভোটযুদ্ধের শেষে শান্ত হয়ে যেত সেই সব গ্রাম-মফস্ সলের পাড়ার ঠেক বা পরিবার।

কিন্তু এখন? এখন চাপা একটা উত্তেজনা, ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা। এমনটা ছিল না আমাদের চারপাশ।

আসলে, বিজেপির সৌজন্যে আমরা শ্বাসরুদ্ধকর একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। সমাধান কোন দিকে জানি না।

কিন্তু এটুকু জানি, যতই আমাদের ভয় দেখাতে চাইবে ততই আমরা ভয় ভেঙে মানুষের মনে জায়গা করে নেব।

বন্দে মাতরম্

শনিবার রাতে যাদবপুর বাঘা যতীন এলাকায় বিজেপি দুষ্কৃতীদের আচমকা হামলা ও গুন্ডামির প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল। নেতৃত্বে দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

রবিবার শহর থেকে শরতের আকাশ

রাজ্য

অবাক-কাণ্ড! হলফনামায় প্রশ্ন
জন্মেই দশম শ্রেণিতে হাসিরানি!

প্রতিবেদন : জন্মেই দশম শ্রেণির ছাত্রী! বলেন কী বিজেপির নন্দীগ্রামের প্রার্থী! নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ নির্বাচন কমিশনে যে হলফনামা পেশ করেছেন, তা দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হবে নির্ঘাতি! বয়স তাঁর ৬০ প্লাস। অথচ দশম শ্রেণি পড়েন ১৯৬৫ সালে! এও কি সম্ভব?

হলফনামায় তাঁর বয়স লেখা '৬০ প্লাস'। শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণে উল্লেখ রয়েছে, ১৯৬৫ সালে চৌখালি গঙ্গা-পদ্মা মিলন কন্যা হাইস্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রী তিনি। প্রার্থীর বয়স আর মাধ্যমিকের সাল পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বিভ্রান্তি। অতএব, হলফনামার তথ্য ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তা হল— প্রার্থীর বয়স '৬০ প্লাস' মানে যদি ৬১ থেকে ৬৯ বছর ধরা হয় তা হলে জন্ম সাল হবে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে। জন্ম যদি ১৯৫৭ সালে হয়, তা হলে ১৯৬৫ সালে তাঁর বয়স খুব বেশি হলে আট বছর। আর জন্ম সাল যদি ১৯৬৫ হয়, তা হলে ওই বছর তিনি সদ্যোজাত। ভোটার কার্ড অনুযায়ী তাঁর বয়স ৬০ বছর। তা হলে তাঁর জন্ম তারিখ কত?

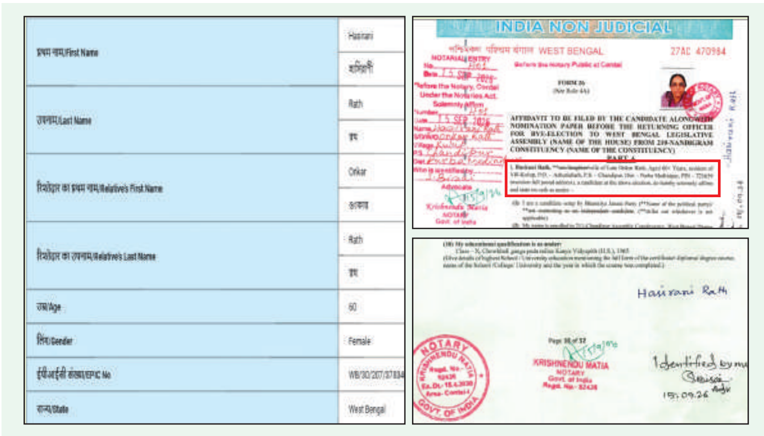

प्रथम नाम/First Name	Hasirani / হাসিরানী
उपनाम/Last Name	Rath / রথ
रिश्तेदार का प्रथम नाम/Relative's First Name	Onkar / ওঙ্কার
रिश्तेदार का उपनाम/Relative's Last Name	Rath / রথ
उम्र/Age	60
लिंग/Gender	Female
ईपीआईसी संख्या/EPIC No	WB/30/207/3784
राज्य/State	West Bengal

INDIA NON JUDICIAL
পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL 27AC 470984
FORM 26
AFFIDAVIT TO BE FILED BY THE CANDIDATE ALONGWITH NOMINATION PAPER BEFORE THE RETURNING OFFICER FOR BYE-ELECTION TO WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY (NAME OF THE HOUSE) FROM 210-NANDIGRAM CONSTITUENCY (NAME OF THE CONSTITUENCY)
PART A
Hasirani Rath
KRISHNENDU MAITIA NOTARY Govt. of India

উত্তর নেই। নির্বাচনী হলফনামাতে শুরুতেই লেখা রয়েছে তাঁর বয়স ৬০ প্লাস কিন্তু হলফনামার আর একটি জায়গায় লেখা রয়েছে তিনি ১৯৬৫ সালে দশম শ্রেণিতে পড়তেন! তা হলে তাঁর জন্ম তারিখ সাধারণ হিসাবে বলছে ১৯৪৮ কিংবা ৪৯ হয়। রহস্যের হল, হলফনামার কোনও জায়গাতেই হাসিরানির জন্ম তারিখ, মাস, বছর দেওয়া নেই। যা দেওয়া আছে তাতে সেই অনুযায়ী বলতে হয়, তিনি জন্মেই দশম শ্রেণিতে পড়েছেন। বিধানসভা উপানির্বাচনে একজন প্রার্থীর হলফনামায় এত গন্ডগোল! তা সত্ত্বেও সরকারি অফিসাররা সেই হলফনামা পাশ করলেন কীভাবে? এই প্রশ্নটাই দিনের শেষে সবথেকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুধু সাল নিয়েই ধন্দ নয়, যে স্কুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। চৌখালি গঙ্গা-পদ্মা মিলন কন্যা হাইস্কুলটি ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাথমিকভাবে জুনিয়র স্কুল হিসাবেই চলত বলে স্কুল-সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা গিয়েছে। ১৯৭৩ সালে দশম শ্রেণির অনুমোদন পাওয়ার পর পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে সেই অনুমোদন কার্যকর হয়। ফলে ১৯৬৫ সালে ওই স্কুলে দশম শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। উপনির্বাচনের হলফনামায় বিজেপি প্রার্থীর তথ্যে এমন গরমিল নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। উপনির্বাচনের মুখে অন্য দলের প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে, চমকে, গ্রেফতার করে কুৎসিত আক্রমণ চলছে। আর নিজেদের প্রার্থীর এত গরমিল চোখে পড়ছে না? কমিশনও কেন যাচাই করছে না? প্রশ্ন উঠছে অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে কীভাবে বিজেপির নন্দীগ্রামের প্রার্থী নির্বাচন লড়তে পারেন? এ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব মুখে কুলুপ এঁটেছে। চোখ বন্ধ করে আছে কমিশনও। ফলে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

রেজিনগরে প্রচারে তারকা নেতৃত্ব

প্রতিবেদন : রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রচারক তালিকায় রয়েছেন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সৌগত রায়, দোলা সেন, সামিরুল ইসলাম, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল, সাজদা আহমেদ, কুণাল ঘোষ, বাবর আলি, পিরজাদা কাশেম সিদ্দিকি, আলিফা আহমেদ, মহম্মদ আলি, হুমায়ুন কবির (প্রাক্তন আইপিএস), অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাসনা চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী ও ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিথ্যাচার করছে সিআইডি, জানিয়ে দিলেন অগ্নীশ

প্রতিবেদন : সুমিত রায়ের বয়ান বলে যে খবর সামনে এসেছে, তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী অগ্নীশ বসু। শনিবার সিআইডি হেফাজতে থাকা সুমিতকে শনিবার মেদিনীপুর আদালতে হাজির করানো হয়। তার পর থেকে একটি খবর সামনে আসে, সিআইডির পক্ষ থেকে আদালতে যে নথি পেশ করা হয়, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, জেরায় সুমিত তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছে জানিয়েছেন, অভিষেকের নির্দেশে বড় অঙ্কের টাকা জমা পড়েছিল যুব তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

রবিবার সুমিতের আইনজীবী অগ্নীশ বসু সাংবাদিকদের বলেন, এক সপ্তাহ আগেও এরকম খবর সামনে এসেছিল সুমিতের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তার পরে সুমিতের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন এটা পুরো মিথ্যে, এরকম কিছুই তিনি বলেন নি। এবারও সিআইডির হেফাজতে গিয়ে কথা বলতে গেলে, সুমিত বলেন, দলের যত অর্থিক লেনদেনের বিষয় রয়েছে তা দেখেন দলের ট্রেজারার। ২০১৮-২০ পর্যন্ত তমোনাশ ঘোষ এই দায়িত্বে ছিলেন, তার পরে এই দায়িত্ব পান অরূপ বিশ্বাস, এখন সামলাচ্ছেন শুভাশিস চক্রবর্তী। ট্রেজারাররা যেমনটা বলতেন সেই মতো তিনি টাকা জমা করতেন। পার্টির সদস্যের চাঁদা বাবদ যে নগদ টাকা আসত সেগুলো পার্টির ফান্ডে জমা করত। এগুলো নিয়মিত অডিত করা হত। এই তথ্য ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এবং নির্বাচন কমিশনকেও নিয়মিত জানানো হত।

বিজেপির তোলাবাজি চাপে পড়ে গ্রেফতার

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর : বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তোলাবাজি শুরু। তোলাবাজি-হুমকির অভিযোগে স্বরূপনগরে গ্রেফতার এক বিজেপি কর্মী। নিজেকে বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে তোলাবাজি, হুমকি, সরকারি কাজে বাধা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলির হুঁশিয়ারির . মতো দাদাগিরি চালাচ্ছিল।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্বরূপনগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় নিজেকে বিজেপি নেতা বলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চলছিল। জেনেও না জানার ভান করে যাচ্ছিল পুলিশ-প্রশাসন। লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই নড়েচড়ে বসে। নিজেকে বিজেপি নেতা, প্রভাবশালী দাবি করা সঞ্জয় দাস নামে ওই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। মুখ পুড়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের।

দলেরই এক নেতা বৃন্দাবন সরকার স্বীকার করে নেন ওই যুবক দলের কর্মী। ফলে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ কি আদৌ পৌঁছচ্ছে বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের কাছে? পৌঁছলে এই হারে তোলাবাজি কেন মাথাচাড়া দিচ্ছে? এলাকার মানুষ, ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ৪ মে বিধানসভার ফল প্রকাশের পর থেকেই বিজেপি অত্যাচার চালাচ্ছে। রাজ্য জুমলা সরকার চালাচ্ছে আর বুথ, মণ্ডল স্তরে সব ধরনের অত্যাচার চালাচ্ছে। উন্নয়ন স্তব্ধ, চার মাসেই মানুষ হাঁফিয়ে উঠেছে বলেই দাবি।

শুভেন্দুর সভায় না এলে বন্ধ অন্নপূর্ণার টাকা, মহিলাকে হুমকি ফোন পুরকর্মীর

aপ্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর সভায় যোগ না দিলে বন্ধ হবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। উত্তর দমদম পুরসভা থেকে মহিলাদের ফোন করে দেওয়া হচ্ছে হুঁশিয়ারি। ভাইরাল অডিও। নির্দেশ দেওয়া হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট স্থানে বাস দাঁড়িয়ে থাকবে। মহিলাকে উঠে পড়তে হবে। নাহলে আর মিলবে না অন্নপূর্ণার টাকা। তবে এই প্রথম নয়, পালাবদলের পর থেকে বহু মহিলার কাছেই আসছে হুমকি ফোন।

ওই ভাইরাল অডিও-তে পুরসভার এক কর্মী নিজেকে তপন চক্রবর্তী বলে দাবি করেন। এক মহিলাকে ফোন করে প্রশ্ন করেন অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকেছে কি না। অচেনা ফোন আসায় মহিলা উত্তর দেন, জানি না। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল আটটার মধ্যে বণিক মোড়ে পৌঁছতে হবে। শুভেন্দু অধিকারীর সভা রয়েছে। বাসে করে সল্টলেক বইমেলা প্রাঙ্গণে যেতে হবে। সকাল ও দুপুরের খাওয়া দেওয়া হবে। বিশ্বকর্মা পুজো আছে বলে মহিলা যাবেন না বলে জানান। তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়ে পুরসভা কর্মী বলেন, তাহলে পরবর্তীকালে অন্নপূর্ণার টাকা পেতে অসুবিধা হতে পারে। ফোনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন অন্নপূর্ণা প্রাপক।

প্রশ্ন উঠছে সামাজিক প্রকল্প সরকারের টাকা। সেই টাকা বন্ধ হতে পারে বলে কীকরে হুমকি দিতে পারেন কোনও পুরকর্মী? ঘরে ঘরে মা-বোনদের ফোন করে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে। রীতিমতো হুজ্জুতি চালানো হচ্ছে। প্রবল সমালোচনার মুখে চার মাসের এই সরকার।

গদ্দারের অটোগ্রাফ করা কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ

প্রতিবেদন: তৃণমূল শুধু দল নয়। তৃণমূল একটা আবেগের নাম। দলবদলুরা দেখুক দলের এক সাধারণ কর্মীর আবেগের নমুনা। গদ্দারদের স্বাক্ষর করা কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ এক তৃণমূল কর্মীর। বেইমানদের দলে ভিড়ে তাঁর গুণধর পুত্র নেত্রীর দেওয়া উপহার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। সেটি কেবল উপহার নয়, ছিল নেত্রীর আশীর্বাদ। গদ্দার পুত্রের এহেন কাজে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন ওই কর্মী। বলেন, ১/৫/২০১১ সালে পূর্ব মেদিনীপুর মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্রের একটি সভায় কর্মীর ভাষণ শুনে বাহবা পান। এরপর নিজের স্বাক্ষর করে উপহার দেন চিকিৎসক সাংসদের স্বামী। আশীর্বাদস্বরূপ তিনি ১৫ বছর ধরে আগলে রাখেন। সেই ডাক্তার পুত্র পরবর্তীকালে নেত্রীর উপহার ফেরানোয় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন ওই তৃণমূলকর্মী। এই কাগজে এক বিখ্যাত প্রাক্তন বিধায়ক-অভিনেতার সইও ছিল। গত তিন দশক ধরে তৃণমূলে থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধে ভোগ করেন এই গদ্দার। আজ তাঁরা সব ভুলে গিয়েছেন। সাংসদের চিকিৎসক পুত্রের বিয়েতে তাঁর স্ত্রীকে সোনার গয়না উপহার দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বেইমানদের দলে নাম লিখিয়ে নেত্রীর দেওয়া উপহার ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করে বেইমানির সীমা পার করেন। নেত্রীর আশীর্বাদ ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ তাঁকে অসম্মান করা। এই অসম্মানকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেননি ওই তৃণমূল কর্মী। সমাজমাধ্যমে এসে বেইমান পুত্রকে তাঁর বাবা-মায়ের কথা স্মৃতিচারণ করিয়ে কাগজটি ছিঁড়ে দু'টুকরো করে প্রতিবাদ জানান। তাঁর কথায়, আপনার বাবার দেওয়া অটোগ্রাফ আর রাখব না। আমার কাছে স্বপ্ন ছিল। আপনার মতো খোলস বদল করা পুত্রের জন্য আজ এটা এক টুকরো কাগজে পরিণত হয়েছে।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শয্যাশায়ী যুবককে নৃশংস খুন করে সর্বস্ব লুঠ। বাগুইআটির রঘুনাথপুরের ঘটনা। মৃতের নাম বলরাম রাজবংশী (৩১)

রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে সাংগঠনিক বৈঠক ও জনসংযোগ। ছিলেন প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী, আলিফা আহমেদ, বাবর আলি, মহম্মদ আলি, চাঁদ মহম্মদ।

রেজিনগরে ফুটবল নিয়ে জোরকদমে প্রচার শুরু, রবিউল বললেন খেলা হবে

সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

বিজেপি-র হুমকি, ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে রেজিনগরে ভোটের ময়দানে নেমে পড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক সারছেন। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছেন। পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি বলছেন— খেলা হবে। রবিউল আলম চৌধুরী রবিবার জানিয়েছেন, আমরা প্রচার শুরু করে দিয়েছি। প্রথমে আমরা ছোট-ছোট কর্মিসভা করছি তারপর বড় জনসভা। শনিবার তিনটি অঞ্চলে কর্মিসভা করেছি। রবিবার আমরা ছ'টি অঞ্চলে কর্মিসভা করব।

রেজিনগরে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। ফল প্রকাশ হবে ৯ অক্টোবর। রবিবার রবিউল আলম চৌধুরীর সমর্থনে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক হয় বেলডাঙায় দলীয় কার্যালয়ে। প্রচারের

পরিকল্পনা এবং বুথভিত্তিক রণকৌশল ঠিক করতেই রবিবারের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে রবিউল আলম চৌধুরী ছাড়াও ছিলেন কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদ, জলঙ্গির বিধায়ক বাবর আলি, চাঁদ মহম্মদ, মহম্মদ আলি, ফাতেমা বিবি-সহ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। রেজিনগরের লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের প্রতীক 'ফুটবল পায়ে ফুটবলার'।

রবিবার বৈঠক শেষে আলিফা আহমেদ বলেন, শেষ কথা বলবেন রেজিনগরের মানুষই। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং গত চার মাসের বিজেপি সরকারের কাজের তুলনা করেই মানুষ সিদ্ধান্ত নেবেন। তাই উপনির্বাচনে তাঁরা ১০০ শতাংশ আশাবাদী। জলঙ্গির বিধায়ক বাবর আলির কথায়, বিজেপি একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। দলের নামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে বলে নতুন 'ফুটবলার' প্রতীক চিনতে ভোটারদের সমস্যা হবে না বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন বৈঠকে রবিউলকে আলম চৌধুরীকে প্রতীকীভাবে একটি ফুটবল তুলে দেন আলিফা আহমেদ ও বাবর আলি। বলে লাথি মেরে নির্বাচনী প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন প্রার্থী।

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ রেজিনগরের উপনির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, রেজিনগরে তৃণমূলের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি, সেই ভিডিও আপনারা দেখেছেন। মাঝরাতে বেডরুমে ঢুকে পুলিশ থ্রেট করছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করে হুমকি, অত্যাচার চলছে। তিনি আরও বলেন, বিজেপির দলদাস নির্বাচন কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন একটা সাময়িক নির্দেশ দিয়ে একটা নাম, একটা আলাদা প্রতীক দিয়েছে উপনির্বাচনের জন্য। আমরা উপনির্বাচনের জন্য সাময়িকভাবে এটা মেনে নিয়ে লড়াই করছি। আসল লড়াই তোলা থাকছে।

রেজিনগরে রবিউল আলম চৌধুরীর প্রচারের জন্য ২০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। প্রচারে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় থেকে কুণাল ঘোষ। দোলা সেন থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপাসনা চৌধুরী থেকে প্রিয়াঙ্কা অধিকারীরা নামছেন প্রচারে।

বাতিল হচ্ছে শূন্য পড়ুয়ার স্কুল, বিকল্পের আড়ালে নয়া ফন্দি

প্রতিবেদন : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরানোর বদলে কি এবার সরাসরি স্কুল ভবন ও জমি দখলের সুকৌশলী ফন্দি আঁটছে বর্তমান সরকার? যেসব সরকারি বা সরকার-পোষিত স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা শূন্য, সেগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নামে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক একটি নির্দেশিকা ঘিরে এমনই মারাত্মক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের আশঙ্কা, পরিকাঠামোর 'বিকল্প ব্যবহার'-এর যুক্তির আড়ালে আসলে শূন্য স্কুলগুলিকে চিরতরে তুলে দিয়ে তার মূল্যবান জমি হাতানোর এক গভীর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে বিজেপি পরিচালিত নয়া রাজ্য সরকার।

ঘটনার সূত্রপাত রাজ্যের স্কুল শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমারের একটি নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি সব জেলার জেলাশাসক ও পুর কমিশনারদের চিঠি পাঠিয়ে তিনি জানিয়েছেন, শূন্য পড়ুয়ার স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে জেলাশাসকদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে থাকবেন জেলা স্কুল শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলা স্কুল পরিদর্শক। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্কুলগুলির পরিকাঠামো, ন্যূনতম পরিষেবা এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে— 'জমির মালিকানা' খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি। স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী ওই স্কুল ভবন বা পরিকাঠামো স্বাস্থ্য বা অন্যান্য সরকারি পরিষেবায় ব্যবহার করা যায় কি না, তা পর্যালোচনা করে দেখাই এই কমিটির মূল কাজ।

আর এখানেই ঘনীভূত হয়েছে বিতর্কের

মেঘ। শিক্ষানুরাগী ও সমালোচকদের প্রশ্ন, একটি স্কুলে কেন পড়ুয়ার সংখ্যা শূন্য হয়ে গেল, কেন সেখানে পরিকাঠামোর অভাব বা পঠনপাঠনের বেহাল দশা তৈরি হল— তা নিয়ে বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধান বা সেই স্কুলকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলার দিশা দেখানোর বদলে সরকারের নজর কেন সোজা জমির মালিকানা এবং ভবনটি অন্য কাজে লাগানোর দিকে? অভিযোগ, স্কুলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনও গঠনমূলক সদিচ্ছাই সরকারের নেই। বরং, ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলিকে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়ে সেই বিপুল পরিমাণ মূল্যবান জমি ও ভবন অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেওয়া বা পরোক্ষে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই এই তড়িঘড়ি সমীক্ষার আসল উদ্দেশ্য।

যদিও সরকারের তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, ক্ষেত্রবিশেষে স্কুলগুলির হাল ফেরানোর বিষয়টিও কমিটি তাদের সুপারিশে রাখতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের মতে, ওইটুকু উল্লেখ নেহাতই আইওয়াশ বা লোকদেখানো। আসল লক্ষ্য হল 'স্থানীয় প্রয়োজন'-এর দোহাই দিয়ে বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা। এমনিতেই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনস্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপের অভিযোগ দীর্ঘ হচ্ছে। তার ওপর শূন্য স্কুলের জমি ও পরিকাঠামো হাতানোর এই নয়া ছক রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোর ওপর এক নির্মম আঘাত বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলগুলোর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। বিশ্বায়নের যুগে চাকরি পেতে মাতৃভাষার সঙ্গে গেলে ইংরেজি শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা চর্চারও দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থার এই কোমর ভেঙে দিয়েছে বামপন্থীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মরিয়া হয়েছে চেষ্টা করছিল স্কুলগুলোকে আবার চাঙ্গা করার। পিপিপি মডেলে চালু করলে এটা প্রাইভেট স্কুলে পরিণত হবে। স্কুলও যদি বেসরকারীকরণ করা হয় তাহলে নিন্দনীয়।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপেকবাড়ি এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত তরুণের নাম মনোজিৎ রায় (২৮)।

মেলেনি অন্নপূর্ণার ৩ হাজার, কোচবিহারে মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা

সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির জুমলা প্রকল্প। প্রতি মাসেই যোজনার টাকা পাওয়া নিয়ে সমস্যা। অধিকাংশ মহিলারাই টাকা পাচ্ছে না। কেউ আবার একমাস পাচ্ছেন তো পরের মাসে নেই। দিনের পর দিন এমন চলতে থাকায় মহিলাদের ক্ষোভ বাড়ছে। এর আগেও মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন কোচহিরের ক্ষুব্ধ মহিলারা। রবিবার মন্ত্রী মালতী রাভা রায়কে সামনে পেয়েই ক্ষোভ উগরে দেন মহিলার। সকলে মিলে ঘিরে ধরে জানতে চান কেন প্রতি মাসে যোজনার টাকা পাচ্ছেন না মহিলারা? অভিযোগকারীদের দাবি, এলাকার বহু মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পেলেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনও সেই টাকা জমা পড়েনি। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করার পরেও টাকা না মেলায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তাঁদের মধ্যে। এদিন মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানান তাঁরা। মহিলাদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়েছেন। তারপরেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁরা কেন বঞ্চিত হচ্ছেন, তা নিয়ে মন্ত্রীর কাছে জানতে চান তাঁরা। রবীন্দ্রভবনের গেটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন মহিলারা। পরিস্থিতিতে মন্ত্রী তাঁদের অভিযোগ শোনেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক আবেদন এখনও যাচাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। নথিপত্র ও প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাইয়ের পর যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের এই ঘটনা রবিবার কোচবিহারে মন্ত্রীকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে কোনও যোগ্য মহিলা যাতে বঞ্চিত না হন, সেই দাবিই এদিন মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন অভিযোগকারী মহিলারা।

কেন বারে বারে যোজনার টাকা নিয়ে সমস্যা, মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়ে ক্ষোভ মহিলাদের।

বিসর্জনের পর পড়ে কাঠামো, কুলিক নদীতে বাড়ছে দূষণ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বিশ্বকর্মা পুজো শেষে চলছে বিসর্জন পর্ব। নদীর মধ্যে পড়ে রয়েছে ঠাকুরের কাঠামো। পরিষ্কারের বালাই নেই। দেখা মেলেনি পুরকর্মীদের। এর ফলে মারাত্মক হারে বাড়ছে জলদূষণ। তেমনই কুলিক ব্রিজের ওপর থেকে নদীতে কাঠামো ফেলার কারণে দেখা দিয়েছে তীব্র দৃশ্যদূষণ। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মীরা। বিসর্জনের পর নদীজুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে শয়ে শয়ে মাটির কাঠামো ও বিষাক্ত রাসায়নিক রঙে আঁকা প্রতিমার অংশ। বিশিষ্ট পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ রায় সতর্ক করে জানান, প্রতিমায় ব্যবহৃত বিষাক্ত কেমিক্যাল ও টক্সিন প্রবাহমান নদীর জলের সাথে মিশে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে নদীর জলজ বাস্তুতন্ত্র ও এর ওপর নির্ভরশীল প্রাণীদের অস্তিত্ব মারাত্মক সংকটে। অন্যদিকে, সমাজসেবী কৌশিক ভট্টাচার্যের মতে, প্রতিমার মাটি ও কাঠামো জমে নদীর নাব্যতাও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, বিসর্জনের নির্দিষ্ট বিকল্প জায়গা না থাকায় তাঁরা কুলিক নদীকেই বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রকৃতির ওপর এই বিরূপ প্রভাব রোধ করতে এবং কুলিক নদীকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। পৃথক বিসর্জন ঘাট বা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে কড়া নজরদারির মাধ্যমে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন করেন সাধারণ মানুষ।

বিজেপির গুন্ডাদের তাণ্ডব, পুলিশি ভূমিকায় ক্ষোভ তৃণমূল নেতার স্ত্রীর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পুরবোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত জলপাইগুড়ি। তৃণমূল কাউন্সিলরদের বাড়ির সামনে গুলি, বোমাবর্ষণ বিজেপির বাইকবাহিনী গুন্ডাদের। শুধু তাই নয়, রাত দুপুরে বাড়িতে কলিংবেল বাজিয়ে অসভ্যতা। খুনের হুমকি। সব জানার পরও কিছুই করল না প্রশাসন চুপ? কিছুই করল না? ভয়ঙ্কর রাতের ভিডিও তুলে ধরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন জলপাইগুড়ির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, হামলা চলে ১ নম্বর, ১৫ নম্বর, ১৮, ১৯ এবং ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বাড়িতে। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ হামলার ঘটনা ঘটে। তপনবাবুর স্ত্রী প্রাক্তন কাউন্সিলর জানান, ভোর রাতে একের পর এক বেল বাজতে থাকে। পরিচিত কেউ এসেছে ভেবে বারান্দা থেকে বাইরে তাকাতেই দেখেন কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক মুখ ঢাকা অবস্থায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করছে। এরমধ্যে একজন বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। আর একজন গুলি চালায় বলে অভিযোগ। একই অভিযোগ নীলম শর্মার। তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া আটকানোর জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চেয়ে কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলররা।

রাতে বারে বারে কলিং বেল বাজিয়ে অসভ্যতা, হুমকি

কমছে পান্ডা

প্রতিবেদন: দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে বিপন্ন প্রজাতির রেড পান্ডা সংরক্ষণে সুনাম বিশ্বজুড়েই। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার-এর রেড লিস্টে থাকা এই প্রাণীটির সংরক্ষণ এখন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত তিন বছরে চিড়িয়াখানায় প্রায় ১০টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে। তবে জুটি খোঁজার সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, জুটির মধ্যে মিল না থাকায় অনেক সময় মিলনে তারা আগ্রহী হচ্ছে না। আবার অনেকের বয়স বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের প্রজনন ক্ষমতাও আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে।

বাদ জনগণনায় উদ্বেগে রায়গঞ্জের ৩০ পরিবার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: এবার জনগণনা নিয়েও ক্ষোভের মুখে প্রশাসন। বাদ পড়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের ৩ নম্বর মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তর গ্রামে প্রায় ৩০টি পরিবার গণনার আওতা থেকে বাদ পড়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন ওই পরিবারগুলি। জানা গিয়েছে, গত ১৬ অগাস্ট থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চলা জনগণনার প্রথম পর্বে কান্তরের ওই ৩০টি বাড়িতে কোনও গণনাকারী বা এনুমেটর আসেননি। স্থানীয় বাসিন্দা অসিত বর্মন, গোবিন্দ বর্মন এবং কনিকা বর্মনরা জানিয়েছেন, গ্রামের বাকি সবার গণনা হলেও তাঁদের নাম বাদ পড়ায় তাঁরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। তাঁরা জানান, জনগণনা না হওয়ায় ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়েও আমরা উদ্বেগে রয়েছি। এসআইআরে নাম বাদ পড়ে যাওয়ার মতো জনগণনা না হওয়ায় তাঁদের নাম কি বাদ পড়ে যাবে! প্রবীণ বাসিন্দা সুভাষ বর্মনও একই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালে ৩ নম্বর মহীপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান দীপক বর্মন দ্রুত রায়গঞ্জ বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রধান জানান, দুই গণনাকারীর ভুল বোঝাবুঝির কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে। তবে বিডিও আশ্বস্ত করেছেন যে, দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বাদ পড়ে যাওয়া পরিবারগুলির গণনার কাজ সম্পন্ন করা হবে।

আশঙ্কায় দিন কাটছে পরিবারগুলির।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 September, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

গঙ্গার গ্রাসে মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা

সেচ দফতরের হেলদোল নেই

প্রতিবেদন: ভাঙন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে মুর্শিদাবাদে। মালদহের অবস্থাও তাই। মুর্শিদাবাদে একদিকে গঙ্গার গ্রাস, অন্যদিকে মাটির তলায় ফাঁপা হয়ে যাওয়া জমি—এই দুইয়ের চাপে জটিল পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদে। ভাঙন আর ধস, সঙ্গে দুর্বল প্রতিরোধ—যার জেরে ফরাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। কালিয়াচক ৩, মানিকচক, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, লালগোলা, আখেরিগঞ্জ এলাকাগুলি পুরো হটস্পট হয়ে গেছে। গত চার মাসে সামশেরগঞ্জেই গঙ্গায় তলিয়েছে ৮টি প্রাথমিক স্কুল, ৩টি মসজিদ ও প্রায় ৪০০০ বিঘা আমবাগান। কালিয়াচকের গোপালপুরে চলতি বর্ষায় এক রাতেই ২০০ মিটার তীর ভেঙে ৩০টি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গেছে।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ফরাক্কা ব্যারাজের পর গঙ্গা তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। উজানে পলি জমে নদী অগভীর, তাই জল তীরে চাপ দিচ্ছে। ভাটিতে পলি-শূন্য। তার উপর অবাধ বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। প্রতিদিন শত শত ট্রাক্টর বালি তুলে নেওয়ায় তীরের ভিত আলগা হয়ে যাচ্ছে। তীরের পর ভাঙন আতঙ্ক এখন স্থলভাগের ভিতরে। গত ৩১ অগাস্ট নিউ ফরাক্কা জংশনের কাছে মাটি বসে রেললাইন ৩ ফুট বসে যায়। রেল আটটি ট্রেন বাতিল করতে বাধ্য হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা সাধারণ ভাঙন নয়, এটি ভূমি ধস। জানা গেছে, ফরাক্কায় মাটির নিচে বালি ও কাদার আলাদা স্তর আছে। আর তার সঙ্গে এবারের বৃষ্টিতে জল ঢুকে চাপ বেড়েছে।

গোটা কাজটাই রাজ্য সেচ দফতরের ঘাড়ে। কিন্তু তাদের কোনও উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না ভাঙন রোধে। প্রশাসনের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, ড্রেজিং বন্ধ রয়েছে। ফলে নদীর দুই পাড়ে বিশাল চর পড়েছে। এই পরিস্থিতি ঠিক হবে কবে? উত্তর নেই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দাদের কাছে।

হাটগাছে গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারি এবং অনন্তপুর গ্রামবাসীদের সঙ্গে জনসংযোগে বিধায়ক আলিফা আহমেদ

বৃষ্টিতে ধস নামল স্কুল ঘরে! প্রবল আতঙ্কিত পড়ুয়ারা

প্রতিবেদন: একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ধস নেমেই চলেছে। এবার টানা বৃষ্টির জেরে স্কুলের মেঝেতে ধস নামল। ধসের জেরে একটা পুরো অংশ বসে যায়। গর্তও তৈরি হয়েছে। বড় বড় ফাটলও তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দাঁইহাটের পাতাইহাট প্রাথমিক স্কুলে। বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও আপাতত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ঘরটি। ওই ঘরটি প্রধান শিক্ষকের। ধসের জেরে ঘরটি আপাতত তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।

কীভাবে ধস নামল তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়েছে। প্রধান শিক্ষক ওই মুহূর্তে ঘরে না থাকায় বড় বিপদ হয়নি। জানা গেছে, স্কুলটির পিছনে একটি পুকুর রয়েছে। অনুমান, পুকুরের জলের টান কিংবা মাটির কোনও সমস্যার জেরেই নীচের মাটি ধসে পড়েছে। সঠিক কারণ অবশ্য স্পষ্ট নয়। ওই ঘরটির পাশের ভবনেও ফাটল দেখা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্কুলটিতে প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। পড়ুয়ার সংখ্যা ১৩৯ জন। শিক্ষকের সংখ্যা পাঁচ। এই ঘটনার পর খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, প্রধান শিক্ষকের ঘরটি তৈরি হয়েছিল ২০১২ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই এরকম ঘটনা কী করে ঘটল তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। সাবধানতা অবলম্বন করে শিশুদের ওই ঘরের দিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ঘটনার পর স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। চিন্তায় অভিভাবকরা।

স্বাস্থ্যের অবস্থা বেহাল

হাসপাতালে ফের রোগীমৃত্যু

প্রতিবেদন: চিকিৎসায় গাফিলতিতে ফের রোগীমৃত্যু। গত চার মাসে এই ঘটনা বেশ কয়েকটি ঘটল। রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। আর এবারের ঘটনায় একেবারে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বর্ধমান। হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর ঘটনায় তাণ্ডব চালাল মৃতের আত্মীয় পরিজনরা। নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কিও হয় মৃতের আত্মীয়দের। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানা এলাকার মানকর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার পর নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতালে কর্মবিরতি শুরু করেন চিকিৎসক, নার্স থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

জানা গিয়েছে, মানকরের বাসিন্দা বুধন বাউরি শনিবার রাতে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন। এরপর তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসক ও নার্সরা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর বুধন সুস্থ বোধ করায় চিকিৎসকরা তাঁকে ছেড়ে দেন। পরিবার জানিয়েছে, বাড়ি ফেরার পথেই ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন বুধন ও মারা যান। এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির কথা তুলে হাসপাতালে ভাঙচুর চালান মৃতের আত্মীয়রা। ভাঙচুরও করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে চিকিৎসক কিংবা নার্সদের কোনওরকম আঘাত করা হয়নি।

এই ঘটনায় এই প্রশ্নই আরও জোরালো হয়ে উঠল যে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। একের পর এক রোগীমৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। প্রশাসনের কোনও হেলদোলও নেই। একদিন আগেই বর্ধমানেই এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় বেসরকারি হাসপাতালটিকে বাধ্য হয়ে বন্ধ করেছে প্রশাসন। আবার সেই বর্ধমানেই ঘটল হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু।

পুজোয় দিঘা যেতে চান? স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল

প্রতিবেদন: পুজোয় দিঘা ঘুরতে যাবেন? পুজো স্পেশাল ট্রেন চালু করছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। এই বিশেষ ট্রেন দুটি চলবে ১৭ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রতি শনিবার চলবে ট্রেনটি। অর্থাৎ মোট সাতদিন ট্রেনটি মালদা টাউন থেকে দিঘা যাবে। ০৩৪৬৫ নম্বর মালদা টাউন-দিঘা স্পেশাল ট্রেনটি শনিবার দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে পৌঁছবে সেদিনই রাত ১১টায়। আবার ০৩৪৬৬ নম্বর দিঘা-মালদা টাউন বিশেষ ট্রেনটি দিঘা থেকে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে। মালদায় পৌঁছবে পরদিন সকাল ৯টা ২০ মিনিটে।

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেনটি যাতায়াতের পথে রামপুরহাট, বোলপুর, শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, সাঁইথিয়া, মেচেদা, নিউ ফরাক্কা, পাকুড়, তমলুক ও কাঁথি স্টেশনে থামবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য ট্রেনে থাকবে এসি কোচও। ট্রেনটিতে দুটি থ্রি টায়ার এসি কোচ, পাঁচটি স্লিপার কোচ ও সাতটি জেনারেল কোচ সহ মোট ১৬টি কোচ থাকবে। দুর্গাপুজো থেকে শুরু হয়ে ছট, কালীপুজো ও ভাইফোঁটার পরেও চলবে এই ট্রেন। এই স্পেশাল ট্রেনের টিকিট কবে থেকে কাটা যাবে তা জানিয়ে দেবে রেল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আকাশের পর এবার গ্রেফতার এক মাওবাদী দম্পতি। রবিবার শালবনিতে। ধৃতেরা রাজু মাহাতো ওরফে মঙ্গল ও তাঁর স্ত্রী মালতী মুর্মু। তাঁদের মাথার দাম ছিল সাত লক্ষ টাকা

আমার বাংলা
21 September, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারই সার

১২৫ দিনের কাজ : আড়াই মাসে কোনও কর্মদিবস নেই পুরুলিয়ায়!

প্রতিবেদন : আগের সরকারের ১০০ দিনের কাজের বদলে নতুন রাজ্য সরকার জুলাই মাস থেকে শুরু করেছে ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প। নাম ভিবি-জি রাম জি (বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন)। মহা ধুমধাম করে প্রচার করা হলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা পুরুলিয়ায় এই প্রকল্পে কাজ পেয়েছে এক শতাংশেরও কম পরিবার! তা নিয়ে সরব পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটি।

সংগঠনের তরফে অনুরাধা তলোয়ার বলেন, এই প্রকল্পে রাজ্যে কাজের জন্য ১৪,১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এত টাকা আগে বরাদ্দ হয়নি। পুরুলিয়া রাজ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা, আর সেখানে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ পেয়েছে মাত্র ০.৮৯% পরিবার!

সরকারি তথ্য বলছে, পুরুলিয়ায় জব কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২ হাজার। কিন্তু কাজ পেয়েছে মাত্র ৪,৪৪৮টি পরিবার। জেলার মোট জবকার্ডের শতাংশের বিচারে যা ০.৮৯%, মানে এক শতাংশেরও কম। অথচ শ্রমিকদের মধ্যে কাজের চাহিদা বিপুল। কিন্তু সুযোগ পেলে তবেই না তাঁরা কাজ করবেন!

হুড়া ব্লকের জবড়রা পঞ্চায়েতের দুমদুমি গ্রামের প্রবোধ মাহাতো, ঠান্ডা কর্মকার বা পুঞ্চা ব্লকের অমলা কর্মকারদের বক্তব্য, এলাকায় কাজ নেই। সামান্য চাষের সঙ্গে দিনমজুরিই ভরসা ভেবেছিলাম, এবার কাজ পাব। কিন্তু আবেদন করেও একদিনও কাজ পাইনি! সংগঠনের স্বপন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, চলতি আর্থিক বছরে এত বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা সত্ত্বেও কেন পুরুলিয়ায় কাজ দেওয়া যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে। প্রচুর যুবককে কাজের জন্য যেতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে। সরকার বদলে তো কোনও লাভই হল না। তৃণমূলের আমলে তো কাজ পাওয়া যেত। কেন্দ্র টাকা আটকের রাখার পরও আমরা কাজ পেয়েছি। বিজেপি সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ।

সাথী প্রকল্পে আদিবাসী এলাকা পেল স্মার্ট ক্লাস

প্রতিবেদন : সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকা স্মার্ট ক্লাস পেল। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বাঁশপাহাড়ি কেপিএসসি হাইস্কুলে এলআইসি হাউসিং ফিনান্স লিমিটেডের সিএসআর সাথী প্রকল্পের অধীন বিনপুর ১ ও ২ ব্লকের ১০টি বিদ্যালয়কে স্মার্ট ক্লাসরুমের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়, বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক বা টিচার ইন-চার্জদের হাতে ।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুটি ব্লকের ২০টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করে দেওয়া, প্রতি বিদ্যালয়ের কয়েকজন নোডাল শিক্ষকদের স্মার্ট ক্লাসরুমের

ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া, উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারগুলিকে আরও একটু উন্নত করা আর বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের শৌচালয়গুলিকে উন্নত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলআইসি এইচএফএল পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সত্যেন্দ্রমোহন নাইথানি, ঝাড়গ্রামের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (সেকেন্ডারি) জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধন কোন্নগরের প্রধান নির্বাহী অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার দাস। এছাড়াও ছিলেন দশটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীরা।

ভেস্তে ডাকাতি, গ্রেফতার ৫

প্রতিবেদন: পুজোর আগে বড়সড় ডাকাতির ছক গেল ভেস্তে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডাকাত দলের পাঁচ সদস্যকে ধরল শান্তিপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয় সাঁড়াশি, ধারালো চপার, নাইলন দড়ি এবং স্ক্রু ড্রাইভার। ধৃত দুষ্কৃতীরা হল আব্দুর সাত্তার শেখ, আনোয়ার ঘরামি, হাফিজুল শেখ, শওকত শেখ ও শাহজাহান মল্লিক।

গোপন সূত্রে খবর মিলেছিল, শনিবার গভীর রাতে প্রায় ১০-১৫ জনের একটি দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতির উদ্দেশে প্রস্তুত হচ্ছে। খবর পেতেই শান্তিপুর থানার পুলিশ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বাবলা কেসিসি কোম্পানি সংলগ্ন এলাকায় হানা দেয়। পুলিশকে দেখে কয়েকজন দুষ্কৃতী ঘটনাস্থল থেকে পালায়। তবে পাঁচজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। তাদের জেরা করে ডাকাতির পরিকল্পনার কথা জানা যায়।

জানা গিয়েছে, ধৃতদের বাড়ি শান্তিপুর থানা এলাকার আড়পাড়া এবং পাঁচপোতা এলাকায়। আড়পাড়া এলাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা। এই দলের সঙ্গে আর কেউ বা কারা যুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বেনামি চিঠিতে ৬ লাখ দাবি পুরুলিয়া থেকে ধৃত আসামি

প্রতিবেদন : স্পিড পোস্টে বেনামি চিঠি আসে। তাতে ছয় লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। না দিলে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। সেই তোলাবাজি ও হুমকির মামলায় পুরুলিয়ার জয়পুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করল এক ব্যক্তিকে। ১৫ সেপ্টেম্বর জয়পুর থানা এলাকার এক বাসিন্দার কাছে লাল কালিতে লেখা একটি বেনামি হুমকি চিঠি স্পিড পোস্টে আসে। তাতে ছয় লক্ষ টাকা দাবি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অযোধ্যা হিলটপের কাছে নির্দিষ্ট স্থানে টাকা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় সেই চিঠিতে। তদন্তে চিঠি ও খাম বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ জানতে পারে, খামটি ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ২৯ মিনিটে পুরুলিয়া সদর ডাকঘর থেকে বুক করা হয়েছিল।

পোস্ট অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। অভিযোগকারীও ফুটেজে দেখা ব্যক্তিকে শনাক্ত করেন। তার জেরেই ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর গ্রামের ৫২ বছরের সুভাষ মাহাতোকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, সুভাষ অভিযোগকারীর পূর্বপরিচিত। তাতেই চক্রান্ত করে টাকা হাতানোর চেষ্টা করেছিল।

পর্বতারোহীর মৃত্যু

প্রতিবেদন: **প্রবল তুষারধসে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন পর্বতারোহী ধ্রুবজ্যোতি গুহ। তাঁর সঙ্গী শেরপা ফুরসেম্বা শেরপারও মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলার ছেলে ধ্রুবজ্যোতি। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। বহুজাতিক সংস্থায় চাকরিসূত্রে জার্মানিতে থাকেন। অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ নেপালের মানাসলুর শৃঙ্গে ওঠার লক্ষ্যে অভিযানে নেমেছিলেন।**

শালবনের বুকে পরবের আগমনী: আম্বিশোলে ৪০০ টাকায় বিকোচ্ছে দুগ্না ছাতু

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ভাদ্র ও আশ্বিনের সন্ধিক্ষণে লাল মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধের সঙ্গে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে উৎসবের মরশুম। একদিকে বিশ্বকর্মা পুজো ও কুর্মি সমাজের গাড়ি পুজো। অন্যদিকে সামনেই সহরাই এবং দুর্গাপুজো। এই উৎসবের আগমনী প্রকৃতি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে শালবনের মাটি ফুঁড়ে ওঠা বুনো মাশরুমের মাধ্যমে। স্থানীয়দের কাছে যা পরিচিত পরব ছাতু, দুগ্না ছাতু বা কাড়ান ছাতু নামে।

খড়িকামাথানী থেকে গোপীবল্লভপুরগামী রাজ্য সড়কে আম্বিশোল মোড়ে কাকভোরেই দেখা গেল ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। জঙ্গল থেকে তুলে আনা এই তাজা ছাতুর দর উঠেছে কেজি প্রতি প্রায় ৪০০ টাকা। চড়া দাম সত্ত্বেও তা কিনতে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। খাঁটি সর্ষে-পোস্ত বাটা দিয়ে রান্না হোক বা তেল-লঙ্কায় ভাজা— স্বাদে এই ছাতু খাসির মাংসকেও টেক্কা দেয়। রসনার পাশাপাশি

এটি জড়িয়ে প্রান্তিক অর্থনীতি ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে। শরতের কৃষিকাজহীন আশ্বিনা-টান-এর অভাবী দিনে জামাই-কুটুম্ব আপ্যায়নে দরিদ্র পরিবারের ভরসা এই ছাতু। ভোরবেলায় সাপ ও হাতির ভয় উপেক্ষা করে জঙ্গল থেকে এই ছাতু সংগ্রহ করে হাটে বিক্রি করে অনেকেই সংসারের বাড়তি আয়ের সংস্থান করছেন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটি মূলত টার্মিটোমাইসিস প্রজাতির ছত্রাক। মাটির নিচের উইপোকার ঢিবির জৈব বর্জ্য ও উইপোকার লালার সঙ্গে প্রাকৃতিক মিথোজীবিতার মাধ্যমে এটি জন্মায়। কৃত্রিম উপায়ে এর ফলন অসম্ভব। প্রচুর প্রাকৃতিক গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকায় এতে তীব্র মাংসের মতো স্বাদ মেলে। তাছাড়া এটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার ও আয়রনে ভরপুর। শালবনের এই বুনো ছাতুর হাত ধরেই অরণ্যভূমিতে বেজে উঠেছে উৎসবের আগমনী সুর।

দিল্লি দরবার

21 September, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নৃশংস! তরুণী মাকে খুন করে তাঁর রক্তাক্ত দেহের উপরে আততায়ীরা বসিয়ে দিয়ে গেল দেড় বছরের সন্তানকে। কর্নাটকের রায়চুরের ঘটনা

সিজেপির পরিদর্শন

প্রবল চাপে মাথা নোয়াল বিজেপি

নয়াদিল্লি : দিল্লির যন্তর-মন্তরে সফল আন্দোলনের পরে স্কুল সংস্কার আন্দোলনেও রীতিমতো সাড়া জাগাল ককরোচ জনতা পার্টি। স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপির দালালদের সুপরিকল্পিত হামলা চললেও থমকে দাঁড়াননি দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর সহ আন্দোলনকারীরা। এই দৃঢ়তার কাছেই শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াল মোদি সরকার এবং রাজস্থানের বিজেপি সরকার। স্কুল সংস্কারের ১২, ৫০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা নিল রাজস্থান সরকার।

রাজস্থানে সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সরকারি স্কুলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে 'স্কুল ঠিক করো' কর্মসূচি চালাচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি। সংগঠনটির দাবি, প্রত্যন্ত এলাকার বহু সরকারি স্কুলে এখনও ভবন, শ্রেণিকক্ষ, পানীয় জল এবং শৌচাগারের মতো মৌলিক পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। এবার এই কর্মসূচির মধ্যেই রাজস্থান সরকার সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আগামী তিন বছরে স্কুল পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ১২,৫০০ কোটি টাকার রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। নতুন স্কুল ভবন ও শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের পাশাপাশি বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনাও রয়েছে।

রাজস্থানে স্কুল সংস্কারে ১২,৫০০ কোটির প্রকল্প

এর আগে রাজ্যের একটি স্কুল পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের বচসা ও ধাক্কাধাক্কির অভিযোগ সামনে এসেছিল। সংগঠনের দাবি, তাদের কর্মীদের বাধা দেওয়া হয় এবং গাড়িতে পাথর ছোড়া হয়। যদিও স্থানীয়দের পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়েছিল, গ্রামে প্রবেশ করা ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তাঁদের আপত্তি ছিল। ঘটনার পর সরকারি স্কুলে বহিরাগতদের প্রবেশ এবং অনুমতি ছাড়া ছবি বা ভিডিয়ো করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করে রাজস্থান শিক্ষা দফতর। সরকারের বক্তব্য, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও স্কুলের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ। এদিকে ককরোচের দাবি, তাদের ধারাবাহিক স্কুল পরিদর্শনের ফলে সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি সামনে আসছে, যা সরকারের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদয়পুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় সংগঠনটির সদস্যরা স্কুল পরিদর্শন করে সমস্যাগুলি নথিবদ্ধ করছেন। রাজস্থানের খেরওয়ারা বিধানসভা এলাকায় একাধিক আদিবাসী গ্রামে সরকারি স্কুল পরিদর্শনে যায় সিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। সংগঠনের দাবি, পরিদর্শনে বেশ কিছু স্কুলে পরিকাঠামোগত ঘাটতি চোখে পড়েছে। কোথাও পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, কোথাও আবার পড়ুয়াদের তুলনায় শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা কম। এমনকী কিছু এলাকায় স্কুলের জন্য জমি বরাদ্দ করা হলেও এখনও সেখানে ভবন তৈরি হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও স্কুলের কিছু কাজ চালু রাখতে তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে অর্থ ও অন্যান্য সংস্থান জোগাড় করতে হয়েছে। এমতাবস্থায়, দীপকেদের দাবি, ডেমাট, পংলি এবং বাবারি গ্রামের চালু থাকা স্কুলগুলিতেও শিক্ষক ও পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। ডেমাটের প্রাথমিক স্কুলে প্রায় ৭০ জন পড়ুয়ার জন্য রয়েছেন কিন্তু মাত্র একজন শিক্ষক। স্কুলে থাকা দুটি শ্রেণিকক্ষের অবস্থাও ভালো নয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ওই স্কুলের অঙ্গনওয়াড়ি কক্ষটির অবস্থাও উদ্বেগজনক। তাদের বক্তব্য, ঘরটি অত্যন্ত জীর্ণ এবং ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্কুল ভবনেও দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য মেরামতি বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

তবে রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা সরাসরি যে সিজেপির কর্মসূচির ফল, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সিজেপির উদ্যোগের পরেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে যদি সরকারের দায়িত্বজ্ঞান থাকত তাহলে এত বছরে উন্নয়নের কথা কেন মনে হয়নি। এখন নজর বাস্তবে কত দ্রুত স্কুলগুলির উন্নয়নের কাজ শুরু হয়, সেই দিকেই।

নোটিশ দিয়েও বৈধ ঘোষণা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে

এসআইআরে সপরিবারে হেনস্থার শিকার অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি: বিজেপি হলে সাত খুন মাপ, কিন্তু বিরোধী হলেই প্রতিহিংসার কোপ? রেহাই পেয়ে গেলেন দিল্লির বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হেনস্থার মুখে পড়লেন দিল্লিরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআরে এবারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁকে এবং পরিবারের ৪ সদস্যকে নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন। কেন? কারণ দেখানো হয়েছে, 'আনম্যাপড উইথ লাস্ট এসআইআর'। লক্ষণীয়, গত ৩১ অগাস্ট দিল্লির খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন কেজরিওয়াল। তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন মোদি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনারকে। প্রশ্ন উঠেছে, এর বদলা নিতেই কি কেজরিওয়াল আর তাঁর পরিবারিকে এমন হেনস্থা? কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, দিল্লির বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত প্রথমে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নোটিশ পেলেও নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তাঁর নাম বাদ দেওয়া

নির্বাচন কমিশনের ভোটচুরির ষড়যন্ত্র

হয়নি। পরে বিএলও রেখা গুপ্তর বাড়ি গিয়ে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে তাঁর নাম যাচাই করেছে। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে বয়সের ফারাক ছিল ১৫ বছরের কম। অর্থাৎ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সমস্যা উধাও এক নিমেষেই। বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর নাম। অথচ কেজরিওয়ালের নাম বাদ পড়ার দায় তাঁর উপরেই চাপিয়ে দিয়েছে কমিশন। বলেছে, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নাম বাদ পড়ার জন্য দায়ী তিনি নিজে। কমিশনের অজুহাত, কেজরিওয়ালের পরিবারের কেউ আগের এস আই আরের সঙ্গে নাম ম্যাপ করেননি।

বিরোধীদের অভিযোগ, কেজরিওয়ালের ঘটনাই আবার প্রমাণ করে দিল বিজেপি-কমিশনের যৌথ কারচুপি এবং ভোটচুরির ষড়যন্ত্র। আপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল, ছেলে পুলকিত কেজরিওয়াল, বাবা গোবিন্দ রাম কেজরিওয়াল, মা গীতাদেবী- সকলকেই দেওয়া হয়েছে এসআইআর নোটিশ। বিরোধীদের স্পষ্ট কথা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার কেজরিওয়াল।

বহুরাজ্যে আমিষভোজী ৯৯ শতাংশই : সমীক্ষা রিপোর্ট

নয়াদিল্লি: নিছক অভিযোগ নয়, প্রমাণিত সত্য। নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল নিজেদের নিরামিষ অ্যাজেন্ডা দেশের আমজনতার উপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে যতই মরিয়া হয়ে উঠুক, সমীক্ষা রিপোর্ট কিন্তু বলছে, দেশের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষই আমিষভোজী। তাঁদের পছন্দের শীর্ষে মাছ, মাংস, ডিম জাতীয় খাবার। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং বিভিন্ন সরকারি তথ্যেরই দাবি, ভারতের সামগ্রিক জনসংখ্যার ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে আমিষ খাবার খান। পুরুষদের ও নারীদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৮৭ এবং ৭৫ শতাংশ।

লক্ষণীয়, বেশ কিছু রাজ্যে আবার আমিষভোজীর সংখ্যা ৯০ শতাংশের বেশি। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় ৯০ থেকে ৯৯ শতাংশ মানুষই আমিষ পছন্দে করেন এবং তাঁদের নিয়মিত খাদ্য তালিকায় অবশ্যই প্রাধান্য পায় আমিষ। তথ্য বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ৯৯.৪ শতাংশেরই পছন্দের তালিকার শীর্ষে আমিষ মেনু। কেরলে ৯৮.৯ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৯৮.৭ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে ৯০ থেকে ৯৯ শতাংশের বেশি নিয়মিতভাবে আমিষ আহার করেন।

তবে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিরামিষ খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। রাজস্থান, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে আমিষ খেতে পছন্দ করেন এমন মানুষের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও কম।

লক্ষণীয়, সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে

প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত নৈশভোজে বিশিষ্ট বিদেশি অতিথিদের জন্য কেন নিরামিষ মেনুর আয়োজন করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন তুলে মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, দেশের ৮০ শতাংশ ভারতীয় আমিষভোজী এবং ভারতীয় আমিষ খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু।

শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ল বিলাসবহুল গাড়ি, হত ৩

মুম্বই : ভোররাতে শিউরে ওঠা দৃশ্য আরব সাগরের তীরে। শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ল বিলাসবহুল গাড়ি। মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে নিচে পড়ল একটি দ্রুতগতির একটি বিএম ডব্লু। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। গুরুতর আহত আরও এক যুবক। রবিবার ভোরে মেরিন ড্রাইভ থেকে হাজি আলির দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভোর ৫.২০ নাগাদ কালো রঙের গাড়িটি কোস্টাল রোড দিয়ে যাচ্ছিল। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সেতু থেকে নিচে পড়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে অতিরিক্ত গতিকেই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গাড়িতে থাকা তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ২১ বছরের শনয় গজল এবং ১৭ বছরের ধীর্ষ শেঠ। তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। গুরুতর আহত ২০ বছরের এক যুবককে নায়ার হাসপাতালের ট্রমা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

সুইডিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলেন মহারাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ অশোক ভিখে পাতিলের মেয়ে নীলা ভিখে পাতিল(৪১)। তিনি প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বালাসাহেব ভিখে পাতিলের নাতনি

লোহিত সাগরে সৌদির বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধের পরে

মাঝরাতে রাজধানী রিয়াধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল হুথি

মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করল ট্রাম্প প্রশাসন

রিয়াধ: আবার আক্রান্ত সৌদি আরব। রাজধানী রিয়াধে হামলা চালাল ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠী হুথি। শনিবার রিয়াধে ক্ষেপনাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালাল তারা। পাল্টা জবাব দিয়েছে সৌদিও। আচমকা আক্রমণের মুখে পড়ে রাতে রিয়াধ জুড়ে চরম সতর্কতা জারি করে সৌদি প্রশাসন। বাসিন্দাদের জানিয়ে দেওয়া হয় বড় ধরনের হামলা হতে পারে রাজধানী রিয়াধে। বাসিন্দারা যেন বাড়তি সতর্কতা নেন। রবিবার সকালে অবশ্য সতর্কতার মাত্রে কিছুটা হাল্কা করা হয়। সৌদিতে আক্রমণের দায় স্বীকার করেছে হুথি। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, হুথির সঙ্গে সৌদির সংঘাতে এই প্রথম রাজধানী রিয়াধকে টার্গেট করল ইরান সমর্থিত হুথি। এবং এই আক্রমণের জন্য তারা বেছে নিয়েছিল সৌদির

মূল বিমানবন্দর লাগোয়া অঞ্চল। ড্রোন আছড়ে পড়ে তেলের ট্যাঙ্কারের খুব কাছেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল আগুন আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। হামলার কথা স্বীকার করলেও তাদের মূল লক্ষ্য তেলের ট্যাঙ্কার ছিল কি না তা নিয়ে মুখ খোলেনি হুথি। পাল্টা হামলার কথা জানিয়েছে সৌদি। সৌদির সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিহত করেছে ইয়েমেন থেকে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র। ইয়েমেন পাল্টা দাবি করেছে তাদের রাজধানী সানায় হামলার মুখের উপর জবাব দিতেই তারা ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ছুঁড়েছে রিয়াধে। এদিকে মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে ট্রাম্প সরকার পরামর্শ দিয়েছে, খুব জরুরি প্রয়োজন না হলে কেউ যেন সৌদিতে না যান।

গত জুলাই থেকেই হুথিদের সঙ্গে রিয়াধের বিরোধ চরমে। লোহিত সাগরে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ ঘোষণা করে হুথিরা। তারপর থেকেই সৌদি জাহজ দেখলেই হামলা চালাচ্ছে তারা। উপায়ান্তর না দেখে হুথিদের শায়েস্তা করতে সশস্ত্র অভিযান চালানোর জন্য আমেরিকার সাহায্য চেয়েছিল সৌদি। কিন্তু আমল দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গুন্ডাদের মারে মৃত্যুই হল তৃণমূলের বিজনবন্ধুর

(প্রথম পাতার পর)

বিজনবন্ধু বাগের মৃত্যুর পরই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে নিশানা করে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিজনবন্ধু বাগের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। আজ সকালে মারা গেছেন। আমরা সব সময় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে ছিলাম। যাতে পোস্টমর্টেম তাড়াতাড়ি হয় আইনজীবী অর্ক নাগ সব দেখছেন। এটা বিজেপির রাজনৈতিক হত্যা। তাই পরিবারের তরফে যা অভিযোগ এবং আমাদের দাবি, গোটা পোস্টমর্টেম প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি ও প্রয়োজনীয় সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে করতে হবে। তার জন্য কাগজপত্র জমা করা হয়েছে। একদিকে পটাশপুরে আমাদের কর্মীকে খুন করা হচ্ছে, অন্যদিকে যাদবপুরে সারারাত নজিরবিহীন তাণ্ডব করেছে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী। দুই ক্ষেত্রেই পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা এ কোন রাজত্বে বাস করছি! পটাশপুর থেকে যাদবপুর— গত কয়েক ঘণ্টায় যে তাণ্ডব বিজেপি করেছে বিগত ১৫ বছরে তা হয়নি। দোষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পটাশপুরে খুনিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কেন অ্যারেস্ট হচ্ছে না? আসলে বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করেছে। কারণ, তারা জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এখানে একমাত্র বিরোধী। তাই বেছে বেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের টার্গেট করে এই আক্রমণ চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। একটা ফ্যাসিবাদী সরকার, একজন স্বৈরাচারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করেছে। দুষ্কৃতীদের তোল্লা দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ওপর বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে, নানা ধরনের হুমকি চলছে। রাজ্য জুড়ে পুলিশরাজ চালানো হচ্ছে। অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা করতে গিয়ে যারা শত্রু চিনতে পারেননি, শুধুমাত্র তৃণমূলের বিরোধিতা করতে গিয়ে যারা ঘুরিয়ে বিজেপির হাত শক্তিশালী করেছেন, আজ নিশ্চয় তারা বুঝতে পারছেন কোথায় ভুল করেছেন! কী পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, সেটা এবার দেখুন।

পটাশপুরের ঘটনা নিয়ে দলের সাংসদ দোলা সেন বলেন, এত কম বয়সে ওর এভাবে চলে যাওয়াটা মানতে পারছি না। কতই বা বয়স হয়েছিল। ওর, পরিবারকে কী বলে সান্ত্বনা দেব জানি না। ঘটনার পর থেকে পরিবারের পাশে আছি। তবে এই অন্যায় শেষ কথা হতে পারে না। মানুষই এর জবাব দেবে।

গ্রেফতার ইমরানের বোন

ইসলামাবাদ : আন্দোলনের ভয়েই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ? পাকিস্তানে বিরোধীদের দাবি অন্তত সেটাই। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে ঠিক যখনই বড়সড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) ঠিক তখনই গ্রেফতার করা হল ইমরান খানের বোন আলিমা খানকে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে ইমরানের দল। রবিবার লাহোরের বাড়ি থেকে আলিমাকে গ্রেফতার করা হয় বলে পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। লাহোরের জেলা প্রশাসনের একটি নির্দেশিকায় তাঁকে ৩০ দিনের জন্য জেলে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী আলিমার প্রকাশ্যে উপস্থিতি জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আলিমাকে গ্রেফতার করার আগে পিটিআই-এর চারজন কর্মীকে পাক পুলিশ গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

আমেরিকাকে ইরানের ৭ শর্ত

তেহরান: চেষ্টা আর বিবৃতিই সার। ৭ মাস পার হলেও এখনও বন্ধ হয়নি আমেরিকা-ইরানের যুদ্ধ। এই আবহে সংঘর্ষবিরতিতে আমেরিকার সামনে ৭ শর্ত রাখল ইরান। সেই সঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারিও। সাফ জানিয়ে দিল, মার্কিন মুলুক যদি এই শর্ত না মানে তবে ইরান কিন্তু আরও বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মোহসেন রেজায়ি জানিয়েছেন, ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ইরান শর্ত চাপানোর পরেই আমেরিকার একটি বি-১বি যুদ্ধবিমানকে উড়তে দেখা গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। ব্রিটেনের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটি থেকে টেক অফ করেছে। কিন্তু সেটি কোন অভিযানে যাচ্ছে, তা নিয়ে কিছুই বলেনি আমেরিকা।

হিজাব ছাড়াই ইরানে ১০ কিমি দৌড় মহিলাদের

তেহরানে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি প্রশাসনের

তেহরান: মাত্র ৪ বছর আগের ঘটনা। হিজাব-বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যু হয়েছিল নীতি পুলিশের অত্যাচারে। বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ইরানের রাজপথ। সেই ইরানের রাজধানী তেহরানেই দৌড় প্রতিযোগিতায় হিজাব ছাড়াই অংশ নিলেন একাধিক মহিলা। 'তেহরান ১০কে' নামে ওই প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে মাথা না ঢেকেই প্রতিযোগীদের দৌড়ানোর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। তেহরানের ভেলায়েত পার্কে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা বিভাগ ছিল। তবে মহিলাদের পোশাকবিধি নিয়ে আপত্তি তুলেছে ইরানের প্রশাসন। বিচার বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতায় দেশের প্রচলিত আইন ও ধর্মীয় পোশাকবিধি মানা হয়নি। এর জেরে আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর।

ইরানে জনসমক্ষে মহিলাদের হিজাব পরা দীর্ঘদিন ধরেই আইনি বাধ্যবাধকতার অংশ। তবে ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর শুরু হওয়া 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' আন্দোলনের পর থেকে বহু মহিলা প্রকাশ্যে হিজাব না পরে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। এর আগেও ইরানে হিজাববিহীন মহিলাদের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে একাধিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান বিতর্কে এসেছে। কোথাও কোথাও প্রশাসনের তরফে গ্রেফতার ও আইনি পদক্ষেপের ঘটনাও সামনে এসেছে।

বিজেপির তাণ্ডব, ভাঙচুর

(প্রথম পাতার পর)

আমার দাদাকে ধাক্কা মেরেছে। আমার সারাজীবনের রাজনৈতিক কেরিয়ারে এমন দেখিনি। এরা সকলেই বিজেপি করে। কয়েকজনকে চিনিও।

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, বিজেপি-র শাসনে গোটা রাজ্যে যেন জঙ্গলরাজ চলছে। যাদবপুরে যা ঘটল তা অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয়। বাইরে থেকে গুন্ডারা মুখে কাপড় বেঁধে যাদবপুরে ঢুকে হামলা-ভাঙচুর চালিয়েছে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। বামেরাও আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের নেত্রী আগেই বলেছেন, সব বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বিজেপি-র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইস্যুভিত্তিকভাবে একত্রে লড়াই করতে হবে।

এই হামলার ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরী, সীমা ঘোষ, বসুন্ধরা গোস্বামীরা রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ যাদবপুর থানার সামনে থেকে সুর চড়ান। আর রবিবার সকালে বিজয়গড় থেকে গাঙ্গুলিবাগান পর্যন্ত মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলে প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তপন দাশগুপ্ত, উপাসনা চৌধুরী, বসুন্ধরা গোস্বামী, অনিতা কর মজুমদার, দক্ষিণ কলকাতার যুব সভাপতি শ্রীদীপ দাসরা উপস্থিত হয়ে আরও বড় আন্দোলনের পথে হাঁটার কথা জানান। উপাসনা জানিয়েছেন, তাঁরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের তালা খুলে দেন, আহত নেতা-কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন। তিনি জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবার এই ঘটনার প্রতিবাদে যাদবপুরে আরও বড় মিছিল করবেন।

খোলা হাওয়া

21 September, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পানিপারুল আনুলিয়ার মণ্ডল ভবনে আনন্দ প্রকাশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কবি-সাহিত্যিকেরা। স্থাপিত হয় হরিহর মণ্ডল ও শান্তবালা মণ্ডলের আবক্ষমূর্তি। পরিচালনা করেন নিগমানন্দ মণ্ডল

কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপন

» ১৩ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর, ভারতীয় জাদুঘরে ওড়িশি নৃত্য প্রতিষ্ঠান দীক্ষা মঞ্জরি আয়োজন করেছিল দু-দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের। উপলক্ষ্য ছিল কিংবদন্তি ওড়িশি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপন। সহযোগিতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। পরিচালনায় ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অন্যতম নৃত্যগুরু ছিলেন কেলুচরণ মহাপাত্র। এমনকী দীক্ষা মঞ্জরির শুরুও হয়েছিল তাঁরই পরিকল্পনামাফিক। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র প্রতিবছর দীক্ষা মঞ্জরিতে এসেছেন কর্মশালায়। তবে, এই দুই দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে শুধুই ওড়িশি নৃত্য নয়, পরিবেশিত হয়েছে নানা ধারার নৃত্য। প্রথম দিনে অংশগ্রহণ করেন মাধবী মুদগল, শর্মিলা বিশ্বাস, সুজাতা মহাপাত্র, অরুণা মোহান্তি, পূর্ণিমা ঘোষ, পলি গুহ, অলকানন্দা রায়, অসীমবন্ধু, কোহিনুর সেন বরাট, দীক্ষা মঞ্জরির শিল্পীরা। দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণ করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, সানা গঙ্গোপাধ্যায়, রঘুনাথ দাস, রতিকান্ত মহাপাত্র, অলকা কানুনগো, রাজীব ভট্টাচার্য, প্রণতি মহান্তি, সুজাতা রামালিঙ্গম, মালবিকা সেন, অমিতা দত্ত, তনুশ্রী শঙ্কর, বিম্বাবতী দেবী ও দীক্ষা মঞ্জরির শিল্পীরা। আয়োজন সম্পর্কে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই নাচ শেখা শুরু করি। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কাছে দীর্ঘদিন নাচ শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। গুরুজি আমাদের নৃত্য প্রতিষ্ঠান দীক্ষা মঞ্জরিতে নৃত্য কর্মশালা করে গেছেন। দেখতে দেখতে দীক্ষা মঞ্জরিও পঁচিশ বছর হতে চলল। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধারার নৃত্যগুরু ও প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমরা খুবই খুশি যে, তাঁরা এই নৃত্য উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী তথা গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এক আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মঞ্চস্থ হল রক্তকরবী

» ২৬ অগাস্ট, বরানগর রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চস্থ হল ষড়ভুজ নাট্যদলের নাটক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনন্য সৃষ্টি 'রক্তকরবী'। নির্দেশনায় অধ্যাপক ডঃ তরুণ প্রধান। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন অনির্বাণ সরকার। নাটকটি উপস্থাপনায় ছিলেন ২২ জন তরুণ-তরুণী। চমৎকার আলো করেছেন ধনপতি মণ্ডল, মঞ্চ নির্মাণে, আবহে ও পোশাকে বিশেষ মুনশিয়ানা দেখিয়েছে শুভজিৎ পাল, সুপ্রিয় সুর, অনির্বাণ সরকার এবং সায়ন্তী ঘটক। নাটকটিতে সমগ্র যক্ষপুরি তৈরি হয়েছে বস্তার উপর বিভিন্ন কারুকার্যের মাধ্যমে। লাঠি, বাঁশ, দড়ির ব্যবহারে নাট্যসামগ্রী নির্মিত হয়েছে। যদিও পোশাকে দেখা গেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। রক্তকরবী ব্যতীত অনেক রবীন্দ্র সংগীত এই নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে কবিতার ব্যবহার, লোকনৃত্যের ব্যবহার। নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করেছে বিপাশা দাস, রাজা শৌভিক সরকার, বিশু শোভন চক্রবর্তী, ফাগুলাল সুপ্রিয় সুর, গোকুল দেবদাস চক্রবর্তী, চন্দ্রা রূপকথা রায়, অধ্যাপক শুভজিৎ কর্মকার, কিশোর প্রণয় নস্কর, সর্দার সাংখ্যদীপ চক্রবর্তী, মোড়ল ফটিক মিদ্যা, গোসাঁই সৌভিক শর্মা, পালোয়ান সায়ন্তী ঘটক। এছাড়াও অভিনয় করেছেন পীযূষ, সায়ন, তারাপদ, মৃগাঙ্ক, রোহন, শায়েরী, অঞ্জন, অভিজিৎ, সুরজিৎ প্রমুখ।

আলোচনামূলক অনুষ্ঠান

» ১৯ সেপ্টেম্বর, কৃষ্ণনগর পৌরসভার সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে 'কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র'র উদ্যোগে আলোচনামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কৃষ্ণনগর আগমনের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজক সংস্থার এই বিশেষ ভাবনা। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও বাংলাদেশের দৈনিক খবরের কাগজ-এর সম্পাদক মোস্তফা কামাল এবং নজরুল-সঙ্গীতশিল্পী ও ছায়ানট (কলকাতা)-র সভাপতি সোমঋতা মল্লিক। বাংলাদেশে 'নজরুল বর্ষ' উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নজরুল চর্চার বিষয়ে আলোকপাত করেন মোস্তফা কামাল। তরুণ প্রজন্মকে কীভাবে নজরুল-চর্চায় উৎসাহিত করা হচ্ছে কিংবা বাংলাদেশের নজরুল চর্চায় সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। সোমঋতার আলোচনার বিষয়— নজরুল ও তাঁর শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আজীবন যে গভীর সম্পর্ক ছিল, সেই বিষয়ে আলচনা করেন তিনি। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তি করেন কথাশিল্পর ছাত্র-ছাত্রীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পীতম ভট্টাচার্য।

সাহিত্যসভা

» রবিবার, কলকাতার আইসিসিআর লাইব্রেরি কক্ষে আগামী বাংলা প্রেস অ্যান্ড মিডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ সাহিত্যসভা। উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ হাসমত জালাল, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, রতনতনু ঘাটী, ইউনুস মোল্লা, দীপক লাহিড়ী, পার্থসারথি গায়েন, বিনোদ ঘোষাল, চিত্রা লাহিড়ী, পারমিতা ভৌমিক, দুর্গাদাস মিদ্যা, শঙ্কর ঘোষ, সৌমিত বসু, বিশ্বজিৎ রায়, কাজল চক্রবর্তী, রামকিশোর ভট্টাচার্য, আবু রাইহান, সুশান্ত নন্দী, অরুণ শীল, স্বপনকুমার রায়, সুধাংশুরঞ্জন সাহা, বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস, অভীককুমার দে, পাপিয়া ঘোষাল, মৌনীতা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী লাহা প্রমুখ। প্রকাশিত হয় বই, পত্রিকা। প্রদান করা হয় সৃজনশীল সম্মাননা। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, গান, কবিতাপাঠ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শুভদীপ রায়।

শতবর্ষে উত্তমকুমার

» ৬ অগাস্ট, কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয় মহানায়ক উত্তমকুমারের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সঙ্গীতসন্ধ্যা। নিবেদনে খুকুমণি। আয়োজনে থিজম ইভেন্টস। অনুষ্ঠানে বিশেষ চমক ছিল বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে উত্তমকুমার অভিনীত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অংশের মঞ্চায়ন। অভিনয়ে ছিলেন রাহুল দেব বোস, শ্রীপর্ণা রায়। অনুষ্ঠানে ছিল উত্তমকুমার অভিনীত ছায়াছবির গান। সঙ্গীত আয়োজনে ছিলেন দেবজিত রায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌতম ঘোষ, সৈকত মিত্র, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, সূর্য ভট্টাচার্য, সাগ্নিক সেন, তৃষা পারুই। উপস্থাপনায় ছিলেন মৌনিতা, কৌশিক।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

» ৬ সেপ্টেম্বর, কলকাতার বিপ্লবী লীলা রায় সভাঘরে ছন্দের অভিসার সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিচালনা করেন শিখা রায় ও তরুণ রায়। উপস্থিত ছিলেন কাজল সুর, অমিতাভ কারকুন, পিনাকী বসু, তাপস সাহা, নিগমানন্দ মন্ডল, তপতী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, মুকুল চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিবেশিত হয় কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমী পাল।

পাঞ্জাবে তরুণদের ক্লাস নিচ্ছেন শুভমান।

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

ম্যান সিটির অনুশীলনে সতীর্থের সঙ্গে খোশমেজাজে হালান্ড।

আর্সেনালের অবাক হার, গোল করে উল্লাস ব্রাইটনের চিমা আন্দ্রেসের।

ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচের জন্য জাতীয় শিবিরে তৈরি হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার গিল।

দুরন্ত ছন্দে থাকা রাফিনহা ফের হ্যাটট্রিক করে বার্সেলোনাকে জেতালেন।

এশিয়াডে শেফালির বিধ্বংসী শতরানে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত।

শুটিংয়ে জোড়া রুপো ভারতের। কীর্তি গড়ে সতীর্থদের সঙ্গে পদক হাতে এলাভেনিল।

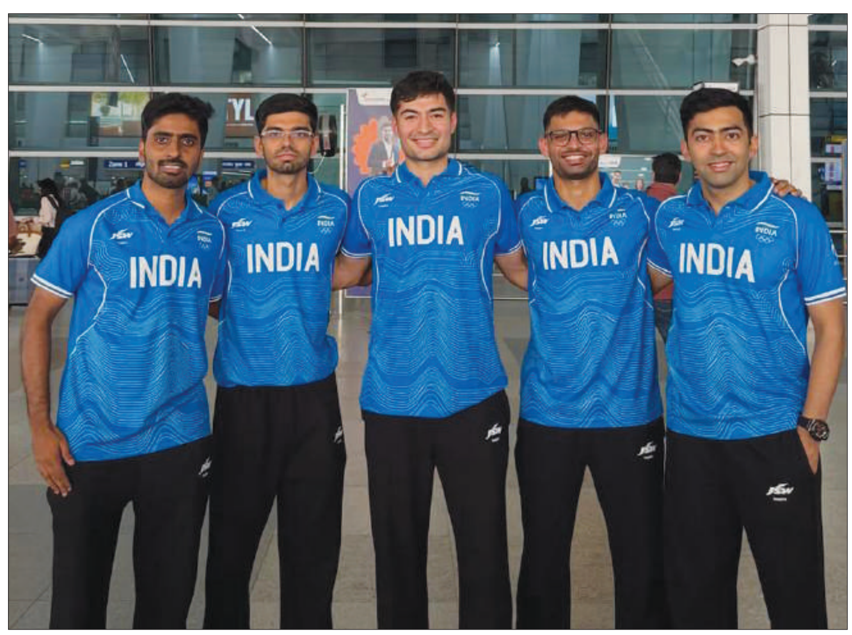

জয় দিয়ে এশিয়ান গেমসে যাত্রা শুরুর পর ভারতীয় পুরুষ টেবল টেনিস দলের খেলোয়াড়রা।

মাঠে ময়দানে
21 September, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জয়ের হ্যাটট্রিক করে জাতীয় জুনিয়র মহিলা ফুটবলের শেষ চারে বাংলা

নামার আগেই বিদায় বরুণের

সনা বাথে বিপত্তি এশিয়াডে

প্রতিবেদন : এশিয়ান গেমসে এই প্রথম মিক্সড মার্শাল আর্ট হচ্ছে। আর তাতে অংশ নিতে গিয়েছিলেন বাঙালি প্রতিযোগী বরুণ সন্যাল। কিন্তু ৭৭ কেজি বিভাগে তাঁর নামা হল না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিযোগিতায় নামার আগেই তিনি বাতিল হয়ে গেলেন।

ঠিক কী হয়েছিল বরুণের? তিনি খাবার ও ফ্লুইড নিয়ে সনা বাথ নিতে গিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ডিজিনেস ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হন। বরুণ প্রথমে ভারতীয় দলে ছিলেন না। পরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভাল করার সুবাদে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাপানে যাওয়া ইস্তক নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল বরুণকে। তিনি অভিযোগ করেন, ১০ ঘন্টা ঘোরাঘুরির পরও ঘর পান। তার আগে লন্ডন থেকে মুম্বই, সিঙ্গাপুর হয়ে নাগোয়ায় পৌঁছেছিলেন। ফলে খুব ক্লান্ত ছিলেন।

এই ধরনের খেলায় নামার আগে শরীরের ওজন নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে রাখতে হয়। সেইজন্য প্লেয়াররা সনা বাথ নেন। এতে শরীরে প্রচুর ঘাম হয়, তাতে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর সেখানেই বিপত্তি ঘটেছে। বরুণের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায়। পেশিতে টান ধরে। তিনি কার্যত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। নেপালের এক খেলোয়াড় বরুণকে সেই অবস্থায় দেখে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। এরপর পরীক্ষা করে জানানো হয় যে তিনি প্রতিযোগিতায় নামার মতো ফিট নন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মিক্সড মার্শাল আর্ট সংস্থার সভাপতি নিখিল কুন্দেরসহ অন্যরা। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলায়নি।

এই ঘটনার পর আঙুল উঠেছে এশিয়াড সংগঠকদের দিকে। জানা গিয়েছে এশিয়াডের সিস্টেমের সঙ্গে বরুণের নাম রেজিস্টার করাতেই ১০ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। একের পর এক অফিসে তাঁকে ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। এরপর ঘর পেয়ে দেখেন সেখানে আরও দুই অ্যাথলিট রয়েছেন। এই সমস্যার সমাধান যখন হল, বরুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শেষমেশ স্বপ্নভঙ্গ হল মিক্সড মার্শাল প্রতিযোগীর। এই ইভেন্টে ভারতের আরেক প্রতিযোগী সুচিকা তারিয়াল সেমিফাইনালে উঠে পদ নিশ্চিত করেছেন।

ইডেনে ডালমিয়া স্মরণ

রবিবার ছিল প্রাক্তন সিএবি সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবলু কোলে, পুত্র অভিষেক ডালমিয়া সহ সিএবির অনেকেই। —সিএবি চিত্র

ট্রফি জিতেও বাগানে বাস্তবের ভবিষ্যৎ সংশয়ে

সায়নের চোখ আইএসএলে

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গত দু'বছর কলকাতা লিগ জিতেছিলেন। দল বদলে মোহনবাগানে এসে প্রথম মরশুমেই ফের ট্রফি জিতে ঘরোয়া লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়া আসানসোলের ছেলে কলকাতা লিগের নায়কের তকমা নিয়ে থাকতে চান না। বরং আইএসএলে নিয়মিত খেলে জাতীয় দলের দরজা খোলার স্বপ্ন দেখছেন।

লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোচ বাস্তবের সঙ্গে সায়ন ও সাহাল।

মোহনবাগানের হয়ে প্রথম খেতাব জিতেই উৎসবে গা ভাসানোর বিশেষ সুযোগ পাননি সায়ন। শনিবার রাতেই রেলের হয়ে অফিস খেলার জন্য চেন্নাই যেতে হয়েছে। রবিবার সকালেই ছিল অফিস ম্যাচ। বিকেলে সেখান থেকে ফোনে সায়ন বলছিলেন, নতুন ক্লাবের জার্সিতে লিগ জয়ের পর সতীর্থ এবং পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পেলাম কই! রাতেই চেন্নাই আসতে হয়েছে অফিস ম্যাচ খেলার জন্য। তবে কলকাতা লিগ নিয়ে পড়ে থাকতে চাই না। আমি এখন শিল্ড ও আইএসএল নিয়ে ভাবছি। সবারই স্বপ্ন থাকে সেরা লিগে খেলা, জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। আমারও লক্ষ্য তাই। সিনিয়র দলে নিয়মিত হতে চাই। তারজন্য ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডুরান্ড আইএসএল, সুপার কাপে খেলেছি। কিন্তু নিয়মিত হতে পারিনি। নিজেকে ধারাবাহিকভাবে মেলে ধরতে হবে।

এদিকে, কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সমালোচকদের জবাব দিলেও পরের মরশুমে মোহনবাগানে কোচ বাস্তব রায়ের থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কলকাতা লিগে ক্লাব ম্যানেজমেন্ট তাঁর বিকল্প খুঁজে নিতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। রবিবারই শিল্ডের প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান।

জাপানের হিতোমি ইস্টবেঙ্গলে

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলে জাপানের ফুটবলার। জাপানি ডিফেন্ডার হিতোমি তানাকাকে সই করিয়েছে ক্লাব। প্রথম জাপানি মহিলা ফুটবলার যিনি ভারতে ক্লাব ফুটবল খেলতে আসছেন। মূলত এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্যই তাঁকে সই করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল আইএফএ শিল্ডে কলকাতা লিগের কোর গ্রুপকেই খেলাতে পারে। আকাশ হেমব্রম, মহম্মদ বিলালদের সঙ্গে সিনিয়র দলের হয়ে গেম টাইম না পাওয়া ফুটবলার এবং নতুন বিদেশি আকে লোবা, লুকাস জোলিনস্কিকে দেখে নিতে পারেন কোচ হাবাস। আইএসএল এবং এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র পরের ম্যাচের আগে সিনিয়র দলের একাধিক ফুটবলার শিল্ডের জন্য ছাড়তে নারাজ স্প্যানিশ কোচ। রবিবার কোনও আলোচনা হয়নি। সোমবার হাবাসের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

শিবিরে সাহালরা

বেঙ্গালুরু, ২০ সেপ্টেম্বর : তিন হাইপ্রোফাইল ফ্রেন্ডলির জন্য জাতীয় শিবির শুরু হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর। পানামা ম্যাচের পাঁচ দিন আগে খালিদ জামিলের শিবিরে যোগ দিয়েছেন আনোয়ার আলি, মোহনবাগানের মনবীর সিং এবং সাহাল আব্দুল সামাদ।

একদিন পিছিয়ে গেল শিল্ড

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান ম্যাচ দিয়ে আইএফএ শিল্ড শুরু হওয়ার কথা মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর। কিন্তু টুর্নামেন্টে মহামেডানের খেলা নিয়ে হঠাৎই অনিশ্চয়তা। যার জেরে শিল্ড একদিন পিছিয়ে গেল। ফলে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২৩ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান-শ্রীনিধি ডেকান ম্যাচ দিয়ে শিল্ড শুরু হচ্ছে। কলকাতা লিগের খেতাব নির্ধারণী ম্যাচে মোহনবাগানের জয়সূচক গোল নিয়ে আপত্তি জানিয়ে মিনি ডার্বির রিপ্লে চেয়ে শনিবার রাতে আইএফএকে চিঠি দেয় মহামেডান। চিঠিতে তারা লিগের খেতাব নির্ধারণী ম্যাচে রেফারিং নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে শিল্ড থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

রবিবার আইএফএ পাল্টা চিঠি দিয়ে মহামেডানকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়েছে। সোমবার বিকেলে আইএফএ

অনিশ্চিত মহামেডান

অফিসে সচিব অনির্বাণ দত্তের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন মহামেডান কর্তারা। ক্লাবের সচিব ওয়াসিম আক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা আইএফএ-র চিঠি পেয়েছি। আলোচনার জন্য ডেকেছেন সচিব। আমরা যাব। নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা সরছি না।

সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোলটি নিয়েই আপত্তি মহামেডানের। ক্লাব সচিব বলেছেন, গোলের পাস বাড়ানোর সময় সাহাল অফসাইডে ছিল। আমরা রেফারি, লাইন্সম্যানকে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রেফারি কর্ণপাত করেননি। ম্যাচের রিপ্লে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আমরা চিঠি দিয়েছি। রিপ্লে না হলে আমরা শিল্ড খেলব না। মহামেডান না খেললে কি পাঁচ দলের শিল্ড হবে? নাকি ষষ্ঠ দল হিসেবে কাউকে নেওয়া হবে? আইএফএ সচিব বললেন, বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে।

বুঝেছিলাম চাপ আসছে: স্কালোনি

বুয়েনস আয়ারস, ২০ সেপ্টেম্বর : লিয়োনেল মেসি অবসর নিয়েছেন। কোচ লিয়োনেল স্কালোনি এরপর কী করেন তা নিয়ে জল্পনা ছিল। অবশেষে মুখ খুললেন আর্জেন্টিনীয় কোচ। বলেছেন এবার তিনি তরুণদের সুযোগ দেবেন।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে আর্জেন্টিনা কয়েকটি হোম ফ্রেন্ডলি খেলবে। স্কালোনি ২৯১৮-তে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর কোচিংয়ে ২০২২-এ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল। এবার তারা রানার্স হয়। স্কালোনি বলেছেন, তরুণদের জন্য সময় আসছে। তবে তাঁর কাছে বয়স কোনও সমস্যা নয়। ফর্ম ও দায়বদ্ধতাই গুরুত্ব পাবে। স্কালোনি মনে করেন তাঁর দল এখন ট্র্যানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নতুনদের দলের স্টাইলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

স্কালোনি মেনে নেন ট্রফির প্রত্যাশা তাঁদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৪ কোপার পর থেকেই তিনি বুঝেছিলেন কঠিন চ্যালেঞ্জ আসছে। বুঝতে পেরেছিলেন সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়ছে। তাঁর কথায়, বারবার ট্রফি জেতা যায় না। ফলে এটা একটা চাপের বিষয়। ৩০ সেপ্টেম্বর কর্ডোবাতে আর্জেন্টিনা বলিভিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। এরপর ৩ অক্টোবর রিভার প্লেটে আর্জেন্টিনার প্রতিদ্বন্দ্বী বুরকিনা ফাসো। এরপর ৬ অক্টোবর স্কালোনিরা বুয়েনস আয়ারসে বেনিনের বিরুদ্ধে খেলবেন। যে ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। শেষবার মেসি খেলবেন বলে।

৬ অক্টোবরের ম্যাচে আর্জেন্টিনা দলে দেখা যাবে রডরিগো ডি পল, গিওভানি লো সেলসো ও মেসিকে। এটাই হতে চলেছে মেসির ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। যাতে খেলার জন্য তাঁকে রাজি করানো হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

করিম বেঞ্জেমা ও এনগোলো কন্তের আর ফ্রান্স দলে জায়গা নেই। কোচ হয়ে এসেই স্পষ্ট বললেন জিনেদিন জিদান

শুটিংয়ে এলাভেনিলের জোড়া রুপো, পদক নিশ্চিত সূচিকারও

পোডিয়ামে সতীর্থ সোনম ও বিদারসার সঙ্গে এলাভেনিল। রবিবার নাগোয়ায়।

নাগোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় দিনেই পদকের খাতা খুলল ভারত। আর শুরুতেই জোড়া সাফল্য। রবিবার আইচি-নাগোয়ায় প্রথমে শুটিংয়ের দলগত বিভাগে দেশকে প্রথম পদক এনে দেওয়ার পর মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত বিভাগেও রুপো জিতলেন তারকা ভারতীয় শুটার এলাভেনিল ভালারিভান। এই ইভেন্টে সোনা জেতেন জাপানের হিনাতা তাইচি এবং ব্রোঞ্জ পান দক্ষিণ কোরিয়ার বান হিয়োজিন।

ব্যক্তিগত ইভেন্টে শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন এলাভেনিল। বেশিরভাগ সময়েই লিডারবোর্ডের শীর্ষে ছিলেন তিনি। একটা সময় মনে হচ্ছিল, সোনা জয় সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ২২তম শটে পাশা উল্টে দেন জাপানের তাইচি। ভারতের এলাভেনিলকে টপকে ০.৩ পয়েন্টের লিড নিয়ে নেন তিনি। চূড়ান্ত পর্বে স্নায়ুচাপের মুহূর্তে ব্যবধান আরও বেড়ে যায়।

তার আগে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগেও ভারত রুপো জেতে। এলাভেনিল, সোনম মাসকার এবং বিদারসা বিনোদ সব মিলিয়ে মোট ১৮৯৮ পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। প্রথম স্থানে থেকে সোনা জেতে চিন। আয়োজক জাপান পায় ব্রোঞ্জ।

এশিয়াডে পদক নিশ্চিত করে 'মিক্সড মার্শাল আর্টস' ইভেন্টে সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছেন সূচিকা তারিয়াল। মাত্র ১২ বছর বয়সে ইউটিজিংয়ের শিকার হওয়া তরুণী শেষ আটে মঙ্গোলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টন ও টেবল টেনিস দলও জয় দিয়ে শুরু করেছে। ব্যাডমিন্টনে দলগত বিভাগে সিঙ্গলসে নিজেদের ম্যাচ দাপটে জিতেছেন পি ভি সিন্ধু, উন্নতি হুডারা। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুদের সামনে আয়োজক জাপান।

মেয়েদের ১৯ গোল, ছেলেদের ১৩

এশিয়াডে হকিতে গোলের মালা দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারতের মহিলা ও পুরুষ হকি দল। নাগোয়াতে গোল-উৎসবে এভাবেই হল সেলিব্রেশন।

নাগোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : নাগোয়ায় গোল-উৎসব ভারতীয় হকির। একের পর এক গোল করার অবিশ্বাস্য খিদে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দলের খেলোয়াড়দের। ছেলেদের থেকে সদ্য বিশ্বকাপে পঞ্চম স্থানে শেষ করে সেরা ফল করে আসা মেয়েদের দাপট ছিল আরও বেশি। ভারতের ছেলে ও মেয়েরা মিলে প্রতিপক্ষকে মোট ৩২ গোল দিয়ে এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরু করল। মেয়েদের হকির ইতিহাসে একাই ৮ গোল করে নজির গড়লেন দীপিকা সেরাওয়াত।

রবিবার দিনের শুরুতে দীপিকাদের দাপটে গ্রুপ 'বি'-তে উজবেকিস্তানকে ১৯-০ গোলে হারিয়েছে ভারতের মহিলা হকি দল। অন্যদিকে হরমনপ্রীত সিংরা ১৩-১ গোলে হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়াকে। মেয়েদের ম্যাচে প্রতিরোধের দেওয়াল তুলতেই পারেনি উজবেকিস্তানের খেলোয়াড়রা। দীপিকার সঙ্গে স্কোরশিটে নাম তুলেছেন ইশিকা, যিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। জোড়া গোল নবনীত কৌর, লালথানলুয়াঙ্গির। বাকি চার গোলদাতা বলজিৎ কৌর, নেহা, লালরেমসিয়ামি এবং সাক্ষী রানা।

অন্যদিকে, ১৩ গোলের মধ্যে ১০টিই এসেছে ওপেন প্লে থেকে। শুধু পেনাল্টি কর্নার বা বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেনি দল। দিলপ্রীত সিং একাই চারটি গোল করে ম্যাচের সেরা পারফরমার। জোড়া গোল শিলানন্দ লাকরা ও সুখজিৎ সিংয়ের। বাকি গোলগুলি করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত, রাজিন্দর সিং, মনদীপ সিং যুগরাজ সিং এবং অভিষেক। এদিকে, হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ টিরকে নীল জার্সিতে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কিন্তু হল না।

হার রিয়ালের, হ্যাটট্রিকে ফের রাফিনহার চমক

এবার হ্যাটট্রিক। গোল করেই চলেছেন বার্সেলোনার রাফিনহা।

মাদ্রিদ, ২০ সেপ্টেম্বর : মাদ্রিদ ডার্বিতে হার ১০ জনের রিয়াল মাদ্রিদের। রবিবার ঘরের মাঠে দিয়েগো সিমিওনের দল কিলিয়ান এমবাপেদের হারিয়ে লা লিগার পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট তাদের। ১৫ পয়েন্ট রিয়ালের। ৫২ মিনিটে রিয়ালের ডিন হুজিসন লাল কার্ড দেখার পরই জোড়া গোল করে এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। শেষ লগ্নে ব্যবধান কমায় রিয়াল। কিন্তু হার বাঁচাতে পারেনি তারা।

এদিকে অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনা। একই রকম বিধ্বংসী হান্সি ফ্লিকের দলের গোলমেশিন রাফিনহা 'দ্য লিমা'ও। ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারের টানা দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকে বার্সাও যেন আরও 'পারফেক্ট'। লা লিগায় সেভিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান ক্রমশ মজবুত করছে বার্সেলোনা। এদিন অবশ্য পিছিয়ে পড়েও জিতেছে কাতালান জায়ান্টরা। ৭ ম্যাচে সাতটিই জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগের মগডালে বার্সা।

রুদ্ধশ্বাস জয় সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ সেপ্টেম্বর : এতিহাদ স্টেডিয়ামে অসাধারণ এক লড়াইয়ের সাক্ষী থাকলেন ফুটবলপ্রেমীরা। আট গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

আগের দিন হারায় আর্সেনাল ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল। পাঁচে পাঁচ করে ১৫ পয়েন্ট সিটির। রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ৫-৩ গোলে জিতলেও সিটিকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেয়নি সান্ডারল্যান্ড। সিটির হয়ে জোড়া গোল করেন আন্তোইনে সেমেনিও। এনজো ফার্নান্ডেজ, রায়ান চেরকি এবং আর্লিং হালান্ড বাকি তিনটি গোল করেন।

অন্য একটি ম্যাচে লিভারপুল ১-০ গোলে হারিয়েছে বোর্নমাউথকে। একমাত্র গোলটি করেন আলেকজান্ডার ইসাক।

চেরকিদের গোল-উৎসব।

মাঠে ময়দানে

21 September, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংল্যান্ড হেড কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং বললেন, তাঁর দলকে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে

শেফালির সেঞ্চুরি, এশিয়াড ফাইনালে ভারত

সোনার লড়াইয়ে সামনে শ্রীলঙ্কা

নাগোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : শেফালি ভার্মার বিধ্বংসী ব্যাটিং এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে। ভারতীয় ওপেনারের ব্যাটে ভর করেই বাংলাদেশকে ১১৪ রানে উড়িয়ে দিয়ে গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে উইমেন ইন ব্লু। রুপোর পদক নিশ্চিত করে ফেললেন হরমনপ্রীত কৌররা। সোনা ধরে রাখার লড়াই করতে হবে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে।

রবিবার আইচি-নাগোয়ায় মেয়েদের ক্রিকেটের শেষ চারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত করে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান। জবাবে ১৫.৪ ওভারে মাত্র ৮১ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। টস জিতে ভারত প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর স্মৃতি মান্ধানা এবং শেফালি আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন। মান্ধানা ১৯ বলে ৩৭ রান করে আউট হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত উইকেটের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন শেফালি। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে মাত্র ৪৯ বলে ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৩টি চার এবং ৯টি বিশাল ছক্কার সাহায্যে শতরান পূর্ণ করেন শেফালি। এই প্রথম টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতরান করলেন তিনি।

মান্ধানা ৩৭ রানে আউট হলেও আরও একটি বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের এতদিন সর্বোচ্চ রান ছিল। তাঁর ৪৭৫৮ রান এদিন টপকে গেলেন স্মৃতি। এদিনের ৩৭ রানের পর মান্ধানার সংগ্রহ ৪৭৮৮ রান। ৩৩ বলে ৪০ রান করেছেন হরমনপ্রীত।

জয়ের জন্য ১৯৬ রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় পেসার নন্দিনী শর্মা (৩ উইকেট), ক্রান্তি গৌড় (১ উইকেট) এবং স্পিনার শ্রী চরণির (২ উইকেট) দাপটে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। নিগর সুলতানাদের ইনিংসের লেজ গুটিয়ে দেন দীপ্তি শর্মা (৩ উইকেট)।

এবার ফাইনালে ভারতের লড়াই অবশ্য এত সহজ হবে না। চামারি আতাপাত্তর দল বহু ম্যাচে হরমনপ্রীতদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। ভারত এবার তাদের হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতলেও তার আগেরবার এই শ্রীলঙ্কার কাছে কাপ জমা রাখতে হয়েছিল। সুতরাং এই ফাইনালে সোনা না রুপো, ব্যাপারটা ঝুলেই থাকছে।

সেঞ্চুরির পর শেফালি। এশিয়া কাপ থেকেই বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন তিনি। সেই ফর্ম এশিয়ান গেমসেও ধরে রেখেছেন। রবিবার নাগোয়ার ছবি।

সোবার্স আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছিল : সানি

বেঙ্গালুরু, ২০ সেপ্টেম্বর : তাঁর জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছিলেন স্যার গারফিল্ড সোবার্স। আর তাতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম টেস্ট সফরে ৪ টেস্টে ৭৭৪ রান করে ফেলেছিলেন সুনীল গাভাসকর।। ৫৫ বছরের পুরোনো কথা ফের মনে করালেন তিনি।

বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালের অনুষ্ঠানে শিশুদের ফ্রি হার্ট সার্জারির কথা টেনে প্রাক্তন ওপেনার এই ঘটনার কথা বলেন। তিনি মনে করেন প্রত্যেকের জীবনেই দ্বিতীয় সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে। গভাসকর বলেন, অভিষেক টেস্টে তিনি যখন ১২ রানে ব্যাট করছেন তখন স্লিপে সহজ ম্যাচ দিয়েছিলেন সোবার্সকে। তিনি সেটা ফেলে দেন। গাভাসকর এরপর হাফ সেঞ্চুরি করে পরের টেস্টে নিজের জায়গা ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

এরপর সোবার্স স্লিপে দাঁড়িয়ে তাঁর আরও একটি কঠিন ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন। যা নিয়ে গাভাসকরের সংযোজন, তখনকার দিনে একটা-দুটোর বেশি সুযোগ পাওয়া যেত না। তুমি এর মধ্যে কিছু করতে পারলে থাকবে, নাহলে ছিটকে যাবে। মানুষের জীবনেও তাই তাঁর মতো একটা দ্বিতীয় সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

সানি তাঁর বর্তমান জীবনকে তৃতীয় ইনিংস বলে বর্ণনা করেন। তাঁর কথায়, এটা আমার তৃতীয় ইনিংস। যা মন ভরে দিয়েছে। গাভাসকর যোগ করেন, ১৭ বছর

৭১-এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ব্যাট করছেন সানি।

দেশের হয়ে খেলেছি। তারপর মিডিয়া, মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং— সব মিলিয়ে ক্রিকেটার সঙ্গে যুক্ত আছি। তিনিই প্রথম ক্রিকেটার যিনি টেস্টে ১০ হাজার রান করেছিলেন। শচীন তেন্ডুলকরের আগে পর্যন্ত ৩৪টি সেঞ্চুরি করে সেঞ্চুরির সংখ্যাতেও সবার আগে ছিলেন। বর্তমানে গাভাসকর ধারাভাষ্য, কলম লেখা-সহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত রয়েছেন।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ইংল্যান্ড ফের শীর্ষে

লন্ডন, ২০ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতকে সরিয়ে টি ২০ ক্রিকেটে ফের একনম্বর দল হল ইংল্যান্ড। শেষ টি ২০ ম্যাচেও শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে এই কীর্তি গড়লেন হ্যারি ব্রুকরা। ভারত ও ইংল্যান্ডের পয়েন্ট এখন ২৬৯। কিন্তু ইংল্যান্ড যেখানে ৪১ ম্যাচে এই পয়েন্ট পেয়েছে, সেখানে ভারত খেলেছে ৬৪টি ম্যাচ। ফলে ইংল্যান্ড তাদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। ইংল্যান্ড ভারতকে ৪-০ মাচে হারিয়ে অল্প সময়ের জন্য আগে শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু গত জুলাইয়ে ভারত তাদের পিছনে ফেলে দেয় জিম্বাবোয়েকে ৩-০ ম্যাচে হারিয়ে। কিন্তু ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরেছে। ব্রুকের নেতৃত্বে তারা ২০২৪ থেকে ২৬ ম্যাচের মধ্যে ২৩টিতে জিতেছে। ব্রুক নিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। আর ইংল্যান্ডও বাকি দুই ফরম্যাটে তেমন সুবিধা না করতে পারলেও এই ফর্ম্যাটে ভাল খেলছে।

জোড়া সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হল হোল্ডারকে

বার্বাডোজ, ২০ সেপ্টেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ফেরানো হল ওপেনার জন ক্যাম্পবেলকে। টি ২০ দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন কামিল পুরান। তবে দুটো দলেই নেই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে ভারতে তিনটি একদিনের ম্যাচ ও পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৫ জনের একদিনের দল ও টি ২০ দলের নেতৃত্ব দেবেন শাই হোপ। অভিজ্ঞ ওপেনার ক্যাম্পবেল হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি একদিনের ম্যাচে খেলতে পারেননি। দলে রয়েছেন জুয়েল অ্যান্ড্রু। তিনি চোট পাওয়া আকিম অগাস্টের জায়গায় এসেছেন।

সিমরন হেটমেয়ার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেললেও ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে নেই। তবে তাঁকে টি ২০ দলে রাখা হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ২০২৭ বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং ম্যাচে খেলতে হবে। কোচ ড্যারেন স্যামির কাছে এই সিরিজের গুরুত্ব অনেক। তিনি বলেছেন, বিশ্বের সেরা দলগুলির বিরুদ্ধে খেলতে পারলে কোথায় ঘাটতি সেটা ধরা যায়।

ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে খেলা জেসন হোল্ডারকে এই সফরে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ডাক পেয়েছেন কুইন্টন সিম্পসন। একদিনের দলের বোলাররা হলেন গুরাকেশ মোতি, সামার জোসেফ, কেমার পল, জেডেন সিলসরা। টি ২০ দলে রস্টন চেস, আকিল হুসেন, রভমান পাওয়েলরা রয়েছেন। স্যামি টি ২০ সিরিজ নিয়ে বলেছেন, আমরা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছি। সেই মোমেন্টাম ধরে রাখতে চাই।